পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৪র্থ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ১১ জুলাই ২০১৩ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১৬ email: jatiodak@gmail.com

পিসিপি প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পূর্তি
খাগড়াছড়িতে বিশাল ছাত্র সমাবেশ

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে গত ২০ মে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্র সমাবেশ ও র‍্যালি উদ্বোধন করেছেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসিত খীসা। বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে পর্দা টেনে এ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। এ সময় দু'যুগপূর্তির প্রতীকী হিসেবে ২৪ বার ঘন্টা বেজে চলে এবং কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে দেয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। অতিথিগণ মঞ্চে উঠলে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ব্যাজ পরিয়ে দেয়। এর আগে অতিথিগণ সমাবেশ স্থলে পৌঁছলে সাইরেনে সংকেত বেজে উঠে। সমাবেশের শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করে দৃষ্টি চাকমা। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরুর আগে বিভিন্ন শিল্পীরা বিপ্লবী সঙ্গীত পরিবেশন করে।

পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমার সভাপতিত্বে খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়ার খোলা মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিয়েছেন জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সালমান রহমান। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রেখেছেন সাধারণ সম্পাদক থুইক্য চিং। এ সময় ধুধুকছড়ায় সন্ত্রাসীদের কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

২য় পাতায় দেখুন

প্রতিষ্ঠার ২ যুগ পূর্তিতে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্র সমাবেশের একাংশ। ইনসেটে ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য দানরত ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসা। ছবি: জাতীয় ডাক

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের অবরোধ পালিত
খাগড়াছড়িতে পুলিশের গুলিতে তিন নারীসহ আহত ৬

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, রাঙামাটিতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণার নামে অবৈধ ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া বন্ধ ও রামগড়ে ব্রাইট্রাক কার্বারী পাড়া থেকে ৫০ পাহাড়ি পরিবারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধের দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ডাকে গত ৩০ জুন রবিবার দুই পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে।

অবরোধ চলাকালে খাগড়াছড়িতে পুলিশের হামলায় তিন নারীসহ কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে চঞ্চলা চাকমাকে(৫০) গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশের গুলিতে আহত চঞ্চলা চাকমা

অপরদিকে, রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়িতে সেনা সদস্যরা নানাভাবে অবরোধে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এছাড়া সেনারা কুদুকছড়ি ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে এসে ঘিলাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা ও বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রমোদ বিকাশ চাকমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অবরোধের সমর্থনে সকাল থেকে পিকেটাররা বিভিন্ন জায়গায় রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পিকেটিং করে।

অবরোধের কারণে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলা সদর সহ উপজেলাগুলোতে দূরপাল্লা ও আভ্যন্তরীণ সড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। রাঙামাটি জেলায় নৌপথেও তেমন কোন নৌযান চলাচল করেনি।

খাগড়াছড়িতে পুলিশের হামলা
সেটেলারদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার:
খাগড়াছড়িতে অবরোধের সমর্থনে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পিকেটাররা শান্তি নিকেতন এলাকার পাশে রাস্তায় টায়ার জ্বালাতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। এতে পিকেটারদের সাথে পুলিশের কথা কাটাকাটির ঘটনা ঘটে। এরপর উপজেলা পরিষদ এলাকায় রাস্তায় টায়ার জ্বালাতে গেলে পুলিশ পিকেটারদের ধাওয়া করে। অন্যদিকে, সকাল সাড়ে দশটার দিকে দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকায় পিকেটাররা পিকেটিং করতে রাস্তায় বের হতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়, পিকেটারদের ধাওয়া করে এবং কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে করে পিকেটারদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার চেষ্টা করে। এরপর সকাল ১১টার দিকে আবারো পুলিশ পিকেটারদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে আরেক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পিকেটারদের ধাওয়া করতে পুলিশের সাথে সেটলার বাঙালিদেরও লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে মাঠে নামানো হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ও সেটলাররা দক্ষিণ খবংপয্যা এলাকায় ঢুকে এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষকে লক্ষ্য করে রাবার বুলেট, টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে ও গুলি চালায়। এতে এলাকার তিন নারী সহ কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়। পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে চঞ্চলা চাকমা (কাম্পারা মা) (৫০) গুরুতর আহত হন। তার পেটে ৫টি গুলি বিদ্ধ হয়। আহতদের মধ্যে আরো দু'জন নারী হচ্ছেন শ্যামলিকা চাকমা ও কনি চাকমা। চঞ্চলা চাকমাকে গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রামে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। এছাড়া পুলিশ ও সেটলারদের হামলায় দক্ষিণ খবংপুজ্জে গ্রামে পাহাড়িদের দুটি বাড়িও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হামলার মূলে দায়ী ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুরুল রহমান!
পুলিশের বেপরোয়া হামলার উস্কানি দাতা হিসেবে জন্য ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুরুল রহমান (মাথার চুল লাল)-কে দায়ি করেছেন দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকাবাসী।

দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক এলাকাবাসী জানান, বেলা ১১ টার দিকে মঞ্জুরুল রহমান হঠাৎ এসে পেট্রোল পাম্পের পাশে থাকা পুলিশ সদস্যদের ধমক দিয়ে বলে, "এই তোমরা এখানে চুপচাপ বসে আছো কেন?" এর পরপরই পুলিশ এবং সেটলাররা সংগঠিত হয়ে

১০ম পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার সফর দুরভিসন্ধিমূলক, ফৌজি শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ : ৮ সংগঠন

পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনরত ৮ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ৯ জুলাই মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে সেটলারদের সাথে বৈঠকের উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহিউদ্দীন খান আলমগীর ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভীর রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি সফরকে দুরভিসন্ধিমূলক এবং তা ফৌজি শাসক জিয়া-এরশাদের নির্লজ্জ পদাঙ্ক অনুসরণ মন্তব্য করে বলেছেন, এই সফরে উক্ত দুই নেতা কেবল সেনা কর্মকর্তা কর্তৃক বাছাইকৃত চিহ্নিত কয়েকটি সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করে একদিকে চরম পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যদিকে নিজেদের সেনা নীল নক্সার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যার পরিণাম কখনোই শুভ হতে পারে না।

আট সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ একটি অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ও পরিচিত। ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে দেশের সমতল এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উৎপাদন পদ্ধতি ও ভূমি ব্যবস্থাপনাও এখানে আলাদা। কিন্তু বৃটিশ আমল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাহ্য করার ফলে স্থানীয় জনগণ পর্যায়ক্রমে ভূমির উপর তাদের অধিকার হারাতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এবং বিশেষত জিয়াউর রহমান ও স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে গোপন সার্কুলারের মাধ্যমেকয়েক ল বহিরাগত পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত জমিতে অবৈধভাবে পুনর্বাসন করার ফলে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনার রীতি ও পাহাড়িদের ভূমি

২য় পাতায় দেখুন

৪র্থ বর্ষ ‖ ৩য় সংখ্যা ‖ ১১ জুলাই ২০১৩ ‖

জাতীয় ডাক

খাগড়াছড়িতে বিশাল ছাত্র সমাবেশ

১ম পাতার পর

সমাবেশ মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ'র কেন্দ্রীয় সদস্য উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, সচিব চাকমা, প্রদীপন খীসা ও শান্তিদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, পার্বত্য নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা ও বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের চবি শাখার আহ্বায়ক এমএম পারভেজ লেলিন প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন পিসিপি'র সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক অংগ্য মারমা।

উদ্বোধনী ভাষণে ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসা বলেন, বহু বাধা-বিপত্তি, ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে পিসিপি গঠিত হয়েছিল। দু'যুগ পেরিয়ে পিসিপি নতুন পর্যায়ে পদার্পণ করবে। সুবিধাবাদিতা, দালালি, বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য পিসিপি'র দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে।

তিনি বলেন, শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মনুষ্য সৃষ্ট বাধা অতিক্রম করার সাহসও পিসিপি কর্মীদের থাকতে হবে। আন্দোলনের সামনে দিনগুলো হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ, আসতে পারে মনুষ্য সৃষ্ট বাধা। সকল প্রকার বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। কোন বাধা আর আমাদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বাংলাদেশের জনগণের অংশ। এই অঞ্চল রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র যুব সমাজ যদি রুখে না দাঁড়ায়, তাহলে বাইর থেকে এসে এখানে ব্যারাকে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে তারা কোন বহিরাক্রম ঠেকাতে পারবে না, এটা সম্ভব নয়-এটা প্রমাণিত হয়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, কামান দেশ রক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। এ অঞ্চল রক্ষার জন্য যদি তরুণরা সম্পৃক্ত না হয়, তাহলে দখলদার বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সেনাবাহিনী এ অঞ্চল রক্ষা করতে পারবে না। এ অঞ্চলকে রক্ষার জন্য এ অঞ্চলের তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, এখানে সেনাবাহিনী দখলদার বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের একটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের অঘোষিত বাজেট লুটপাট করে রাতারাতি টাকার কুমির বনে যাচ্ছে, ধনকুবে পরিণত হচ্ছে, তারাই এখানে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখতে চায়। তারাই অপারেশন উত্তরণ, অপারেশন দাবানল, বিভিন্ন নামে তাদের কর্তৃত্ব জারী করতে চায়। এর বিরুদ্ধে জনগণকে আরো সোচ্চার হতে হবে।

তিনি বলেন, এই এলাকার মালিক পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ। এই অঞ্চল রক্ষার দায়িত্ব এই অঞ্চলের জনগণের, তরুণ ছাত্র সমাজের। এখানে সরকারী চাকুরিসূত্রে নিয়োগকৃত কোন বড় কর্মকর্তা, সামরিক-বেসামরিক কর্তাব্যক্তি এই অঞ্চলের মালিক নয়। তারা এখানে নামে বেনামে ভূমি কিনে মালিক হতে পারবেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বেদখল করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা নিরীহ, খেটে খাওয়া মানুষ যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করছেন, তাদেরকে বাস্তুভিটা থেকে, বাপ-দাদার জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। যদি তা অব্যাহত থাকে, তাহলে এই ছাত্র সমাজ আবার গর্জে উঠবে।

তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে কামান, বেয়নেট উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ঐতিহাসিক লোগাং লংমার্চে তরুণ ছাত্র সমাজই অংশগ্রহণ করেছিল। ছাত্র সমাজের রয়েছে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা, তাকে দুর্বল করতে নড়েবড়ে চুক্তির সাথে বেঁধে নিঃশেষ করার আয়োজন চলছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ প্রজন্মকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য শাসকগোষ্ঠি নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। মাদক দ্রব্য বিকিয়ে দিয়ে ছাত্র সমাজকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চলছে।

তিনি বলেন, ছাত্র সমাজের বা পিসিপি'র নাম ভাঙিয়ে কেউ যাতে ফায়দা লুটতে না পারে সেজন্য ছাত্র সমাজকে সজাগ থাকতে হবে। সকল ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ফয়জুল হাকিম তার বক্তব্যে বলেন, যে সময়ে পিসিপি দুই যুগ পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে ঠিক সে সময়েই এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সরকার এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তি কাউন্সিল দেশের বাঙালি ভিন্ন চল্লিশটির অধিক জাতির স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করছে।

তিনি বলেন, সরকার-শাসকশ্রেণী ইউপিডিএফ ও তার সংগঠনের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। ক'দিন আগে তারা হত্যা করেছে আমাদের তরুণ বন্ধু পদ্মসেন ত্রিপুরাকে। তার আগে তারা হত্যা করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমা ও কইথই মারমাকে। যারা এই কাজ করছেন তাদের পেছনে রয়েছে সরকার, শাসকশ্রেণী, তাদের পেছনে রয়েছে সামরিক, বেসামরিক আমলাতন্ত্র।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি কারাগারে পরিণত হয়েছে। এই কারাগারে আজকে শ্রমিক কৃষক নিপীড়িত জাতি এবং জনগণ শোষিত এবং নির্যাতিত হচ্ছেন। এর থেকে থেকে আমরা মুক্তি চাই। সেই মুক্তির জন্যে জনগণের হাতে ক্ষমতা আনতে হবে এবং জনগণের সরকার গঠন করতে হবে।

তিনি বলেন, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তার জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য সরকার, শাসকশ্রেণী তার দালাল এখানে খুঁজে বের করেছে। এই পার্বত্য অঞ্চলে বাঙালি শোষক-শাসক শ্রেণীর দালাল এই সন্তু লারমা এবং তার গংদের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

টিপু বিশ্বাস তার বক্তব্যে বলেন, যে বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো বলতে হবে সমাবেশ সফল হয়েছে। পাহাড়ি জনগণের ভূমি কেড়ে নেয়া যাবে না। সরকার যাদের গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে তার বিরুদ্ধে দেশের মেহনতি জনগণ প্রতিবাদ জানায় এবং পাহাড়ি জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের পাশে থাকবে।

তিনি বলেন, এখানে যুগযুগ ধরে পাহাড়িদের জায়গা-জমি, তাদের বসবাসের জায়গা থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে রক্ত চক্ষু দেখিয়ে, অস্ত্রের ভাষায়, খুন করে হত্যা করে যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে, আমরা এর প্রতিবাদ করি, ঘৃণা জানাই। তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলেন, পাহাড়ি জনগণ যখন রুখে দাঁড়াবে বাংলার সকল জনগণ, মেহনতি মানুষ, শ্রমিক কৃষক রুখে দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এই পাহাড় অঞ্চলের পাহাড়িদের বসবাসের জায়গা করবে।

তিনি সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী রহিত করে সংবিধানে পাহাড়িদের অধিকার নিশ্চিত করা, জমির উপরে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা, তারা যাতে নিজের ভাষায় লেখাপড়া করতে পারে, নিজস্ব সংস্কৃতিকে উচিয়ে ধরতে পারে তার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে দালালি-প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে নেয়ার এবং দেশের যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে উপস্থিত পিসিপি'র কর্মী-সমর্থকগণ। এ সময় পুরো সমাবেশস্থল জুড়ে গম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করে।

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্ররা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সমাবেশে অংশ নেয়।

সমাবেশ শেষে একটি বিশাল র‍্যালি সমাবেশ স্থল থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার, বাসস্টেশন ঘুরে কাসেম স'মিল, খবংপুড়িয়া হয়ে আবার সমাবেশ স্থলে এসে শেষ হয়।

সমাবেশের গাড়ি লক্ষ্য করে সন্তু সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ার।

দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে যোগদান করতে আসার পথে পানছড়ির ধুধুকছড়া ব্রিজের পাশ্ববর্তী মার্মা পাড়ার কাছে সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের গাড়ি লক্ষ্য করে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ব্রাশ ফায়ার করে। এতে দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। আহতরা হলেন, ১. সমাজ চাকমা(২০) পিতা-কালায়া চাকমা, গ্রাম- সীমানা পাড়া, ধুধুকছড়া ও ২. কল্প কুমার চাকমা(২৭) পিতা- শক্তমনি চাকমা, গ্রাম- ধুধুকছড়া। আহতদের মধ্যে সমাজ চাকমার পেটে ও কল্প কুমার চাকমার ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। এছাড়া সন্ত্রাসীরা জীপ গাড়ির চালক, মোটর সাইকেল আরোহী সহ ৪০জনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে সকাল ১১টার দিকে অর্ধেক রাস্তা থেকে ১৩ জনকে ছেড়ে দিয়ে বাকী ২৭ জনকে গভীর জঙ্গলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। তবে, এলাকাবাসীর চাপের মুখে রাত সাড়ে ৯টার দিকে সন্ত্রাসীরা সবাইকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ গঠিত

'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত হোন' এই শ্লোগানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নারীদের নিয়ে গত ৩ মে শুক্রবার খাগড়াছড়িতে দিনব্যাপী এক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাগড়াছড়ি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন উপজেলা থেকে নারী জনপ্রতিনিধি সহ চার শতাধিক নারী অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ' নামে একটি নতুন নারী সংগঠন গঠন করা হয়েছে।

দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল সাড়ে ১০টায়। সম্মেলন শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সকল শহীদ ও সাভারে সদস্য ঘটে যাওয়া রানা প্লাজা ভবন ধসে নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও শহীদ অনিমেষ চাকমার স্ত্রী মিন্টি চাকমা।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা, দিঘীনালা নারী সমাজের সভাপতি শান্তিপ্রভা চাকমা। এছাড়া বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত নারী জনপ্রতিনিধি ও মুরুব্বীদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউপি সদস্য মল্লিকা চাকমা, উত্তর খবংপড়্যা সমাজ উন্নয়ন কমিটির সদস্য সুমিতা চাকমা, ভাইবোন ছড়া ইউপি সদস্য করুণাময়ী চাকমা, পানছড়ির লতিবান ইউপি সদস্য মনিকা চাকমা, রাঙামাটি জেলার নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউপি সদস্য রমিতা চাকমা, বন্দুকভাঙ্গা ইউপি সদস্য অলকা চাকমা ও কল্পনা চাকমা এবং কাউখালী ইউপি সদস্য পাইক্রমা মারমা প্রমুখ। এছাড়া ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক প্রদীপন খীসাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন পরিচালনা করেন সুমনা চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন দীপনা চাকমা।

সম্মেলনে ইউপিডিএফ'র সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনা এমনভাবে বেড়ে গেছে, নারীদের বসে থাকার আর কোন সুযোগ নেই। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সংগঠিত হয়ে অন্যায়-অবিচার ও নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউই নিরাপদ নয় এবং পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করতে পারবো না।

তিনি আরো বলেন, এদেশের কোন সরকারই গণতান্ত্রিক নয়। যে দল সরকার গঠন করে সেই দল ছাড়া অন্যান্য দল বা সংগঠন ঠিকমত সভা-সমাবেশ করতে পারে না। আমরাও অনেক কিছু করতে পারছি না। তারপরও আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না। সবাইকে নিজেদের অবস্থান থেকে এগিয়ে এসে সমাজ ও জাতির জন্য কাজ করতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্য বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারা দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পার্বত্য জেলাগুলিতে নারী নির্যাতন বিরোধী সংগঠন গঠনের মাধ্যমে নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণ, খুন, অপহরণ সহ সকল ধরনের নিপীড়ন নির্যাতন বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নতুন সংগঠন গঠনের উপর জোর দেন।

এরপর বেলা ২:৩০টায় শুরু হয় দ্বিতীয় অধিবেশন। সুমনা চাকমার উপস্থাপনায় ও সোনালী চাকমার সভাপতিত্বে এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা, পানছড়ি উপজেলার ইউপি সদস্য অপরাজিতা খীসা, রামগড় উপজেলার ইউপি সদস্য উক্রাসং মারমা, অমিতা রোয়াজা এবং বুড়িঘাট ইউপি সদসস্য কাজলী ত্রিপুরা প্রমুখ।

সম্মেলনে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ' নামে একটি নতুন নারী সংগঠন গঠন করা হয়। নতুন এ সংগঠনে সোনালী চাকমাকে সভাপতি, অমরজিতা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নয়নতারা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উপস্থিত সকলে তুমুল করতালির মধ্যে দিয়ে এ কমিটিকে পাশ করেন।

সম্মেলনে ৬ দফা রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়া সংগঠন পরিচালনার সুবিধার্থে কিছু নীতিমালাও সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সম্মেলন শেষে বিকাল ৫ টায় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ হতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পর আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার

১ম পাতার পর

অধিকার হারানোর ধারাবাহিক ইতিহাসকে আমলে না নিয়ে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করা হলে তা ভূমি সমস্যা সমাধানের বদলে আরো জটিল করে তুলবে, যা কারোর কাম্য হতে পারে না।'

নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ভূমি কমিশন আইনকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক করতে হবে, এক ব্যক্তির মর্জির উপর এই কমিশনকে চলতে দিলে তাতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামে আবহমানকাল ধরে চলে আসা প্রথাগত ভূমি আইনকে স্বীকৃতি দিয়ে সেই আইনের ভিত্তিতে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করতে হবে। তা না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের কাছে এই আইন কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা আখ্যায়িত করে আট সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, 'অতীতে স্বৈরাচারী সরকারসমূহ রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্যে বহিরাগতদের কাছে হাজার হাজার একর জমি অবৈধভাবে বন্দোবস্তী দিয়েছে। প্রকৃত ন্যায় বিচারের স্বার্থে এ জমি পাহাড়িদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে চলে আসে বহিরাগতদেরকে সমতলে নিজ এলাকায় পুনর্বাসনের বিষয়টি। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তাদেরও যথাযথ পুনর্বাসন জরুরী। অথচ সরকার মরুঝড়ে বালিতে উট পাখির মাথা গুঁজে থাকার মতো এ দিকটি বরাবরই উপেক্ষা করে চলেছে।'

নেতৃবৃন্দ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের আসল অধিবাসী প্রকৃত ভূমি মালিকদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও দাবি দাওয়ার প্রতিফলন না ঘটে এবং স্থায়ী বাসিন্দারা যদি তাদের হারানো বংশ পরম্পরার পৈতৃক জায়গা-জমি ফিরে না পায়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় গণবিদ্রোহ দেখা দিতে বাধ্য। আর তখন তার ফলাফলের দায়-দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি থুইক্য চিং মারমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা, দিঘীনালা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শান্তি প্রভা চাকমা ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা।

নারী নির্যাতন

গুইমারায় সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার!

গুইমারাঃ খাগড়াছড়ির গুইমারায় গত ২১ মে মঙ্গলবার এক সেটলার ছিচ ব্যবসায়ী কর্তৃক এক পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ধর্ষকের নাম ফজলুর রহমান ওরফে বাবুল। সে বড়পলী হাজীপাড়া গ্রামের সেটেলার মোঃ সিরাজুল হকের ছেলে। ঘটনাটি ঘটে গুইমারা মৌজাধীন দেওয়ান পাড়া গ্রামে।

জানা যায়, মঙ্গলবার বিকালে ওই নারীকে(৩০) বাড়ীতে একা পেয়ে বাবুল জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় ওই মহিলার চিৎকারে গ্রামের লোকজন ছুটে এসে ধর্ষক মোঃ ফজলুল রহমান ওরফে বাবুলকে ধরে গণপিটুনি দেয়। পরে রাত সাড়ে ১০টায় পুলিশ গিয়ে ধর্ষককে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় গুইমারা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা হয়েছে।

দিঘীনালায় সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি শিশুকে হত্যা

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নে রেংকার্যা এলাকায় চম্পা চাকমা(৯) নামের এক শিশুকে সেটলার কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। নিহত শিশুটি জয়ন্ত কার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী। সে রেংকার্যা নুরহ্দ হড়ার রক্তিয়া চাকমার মেয়ে।

জানা গেছে, গত ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে চম্পা চাকমা বাড়ি থেকে আনুমানিক পৌনে এক কিলোমিটির দূরে রাঙাপানি ছড়ার জঙ্গলে তরিতরকারী সংগ্রহ করতে যায়। সেখান থেকে সেটলাররা চম্পা চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। এ সময় তার ছোট ভাই পালিয়ে এসে ঘটনাটি বাবা-মাকে জানায়। এরপর থেকে অনেক খোঁজাখুজির পর ১০ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাঙাপানি ছড়া এলাকায় মৃত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি ও দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

রামগড়ে এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণ চেষ্টাঃ এক সেটলার আটক

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার ২নং পাতাছড়া ইউনিয়নের রাজকুমার কার্বারী পাড়ায় গত ১০ এপ্রিল এক পাহাড়ি নারীকে(২৭) জোরপূর্বক ধর্ষণ চেষ্টাকালে গ্রামবাসী জসিম নামে এক সেটলারকে ধরে পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, রামগড়ের নাকাপা এলাকার মধুপুর গ্রামের মোঃ জসিম নামে এক সেটলার রাজ কুমার কার্বারী পাড়ায় সোনাধন ত্রিপুরার বাড়িতে দিন মজুরি হিসেবে ইটভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত ছিল। এদিন সকাল সাড়ে ১১টায় দিকে মোঃ জসিম নগেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়িতে যায়। এ সময় নগেন্দ্র ত্রিপুরা বাজারে যাওয়ায় তার স্ত্রী একাই বাড়িতে ছিলেন। এ সুযোগে জসিম তাকে ঝাপটে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় সে লাঠি দিয়ে তীব্র প্রতিরোধ করে এবং জোরে জোরে চিৎকার দেয়। তার চিৎকার শুনে আশে-পাশের লোকজন ছুটে এসে হাতেনাতে মোঃ জসিমকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। পরে গ্রামবাসীরা তাকে রামগড় থানা পুলিশে কাছে সোপর্দ করে।

কুদুকছড়িতে সেনাবাহিনীর তান্ডব!

রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়িতে গত ১১ জুন মঙ্গলবার সেনাবাহিনী নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর এক তান্ডবলীলা চালিয়ে ২ জন নারীসহ ৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে তাদেরকে বেদম প্রহার করেছে। পরে কুদুকছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জিম্মায় ২ নারীসহ তিন জনকে ছেড়ে দিলেও বাকী ৪ জনকে নান্যাচর থানায় হস্তান্তরের পর রাঙামাটি জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। পরে তারা কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান।

জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে এক বাঙালি ছেলেকে মারধর করা হয়েছে অভিযোগে নান্যাচর জোন কমান্ডার লে. কর্নেল খালেদ হোসেনের নেতৃত্বে কুদুকছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা কুদুকছড়ি পূর্বপাড়া ও হাজাছড়ি পশ্চিম পাড়ায় হানা দিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের মারধর করে ও ধরপাকড় চালায়। সেনারা প্রথমে রাজেন্দ্র লাল চাকমার বাড়িতে গিয়ে তাকে মারধর করে। এরপর সেনারা রাজেন্দ্র লাল চাকমা(৩৫) পিতা- পয়াসুর চাকমা, গ্রাম- কুদুকছড়ি পূর্ব পাড়া ও তার স্ত্রী স্বপ্না বড়ুয়া, জ্ঞান প্রভা চাকমা(জিতা মা), স্বামী- উদয় শংকর চাকমা, পাভেল চাকমা(২০) পিতা- শুক্র কুমার চাকমা, গ্রাম-হাজাছড়ি পশ্চিম পাড়া, অর্জুন চাকমা (৪০) পিতা-বাঙাল্যা চাকমা, গ্রাম-তবুল ছড়ি, সুজন চাকমা (১৯) পিতা-পদ্ম রঞ্জন চাকমা, গ্রাম- হাতিমারা ও পূর্ণলাল চাকমা(২৭), পিতা-বিনা রঞ্জন চাকমা গ্রাম- জুরাছড়ি-এই ৭ জনকে আটক করে কুদুকছড়ি সেনাক্যাম্পে নিয়ে যায়। আটককৃতদের মধ্যে সুজন চাকমা ও অর্জুন চাকমা কুদুকছড়ি পূর্ব পাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন এবং পূর্ণলাল চাকমা গাড়ির হেলপার হিসেবে কাজ করেন।

পরে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের জিম্মায় রাজেন্দ্র লাল চাকমা, তার স্ত্রী স্বপ্না বড়ুয়া ও জ্ঞানপ্রভা চাকমাকে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের পর বিকালে ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকী ৪ জনকে ক্যাম্পে আটকিয়ে রেখে প্রচণ্ড শারিরীক নির্যাতন চালানোর পর রাতে নান্যাচর থানায় হস্তান্তর করা হয়। সেখানে তাদেরকে দুই দিন আটক রাখার পর ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। সেদিনই তারা কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গুইমারায় এসএসসি পরীক্ষার্থী এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে ৯ দিন আটক রেখে ধর্ষণের অভিযোগ

খাগড়াছড়ির মাটিরাংগা উপজেলার গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী এক পাহাড়ি ছাত্রীকে ৯দিন আটকে রেখে এক সেটলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ২৮ মে মঙ্গলবার সকালে ধর্ষনের শিকার বালিকাকে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে পুলিশ গুইমারার কবুতরছড়া গ্রামের বাসিন্দা আবুল খায়েরের ছেলে কাপড় ব্যবসায়ী ধর্ষক ফকরুল ইসলাম লিটন(২৭)কে পুলিশ আটক করেছে । তার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০ এর সংশোধনী-২০০৩ এর ৭/৯(১) ধারায় মামলা দেয়া হয়েছে।

পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা যায়, জেলার মাটিরাংগা উপজেলার গুইমারা থানাধীন নতুন পাড়ার বাসিন্দা কামং মারমার মেয়ে গুইমারা স্কুলে পড়ালেখা করে। স্কুলে আসা-যাওয়া সুবাদে প্রায় গুইমারা বাজারে তাকে আসতে হতো। মেয়েটি ধর্ষণকারী ফকরুল ইসলাম লিটনের দোকানে কাপড় ক্রয় করতে মাঝে মাঝে যেতো। এ সুযোগে ধর্ষণকারী ছাত্রীটিকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে, ফুসলিয়ে জালিয়া পাড়া নিয়ে যায় । সেখান থেকে বাসে করে ছাত্রীকে চট্টগ্রামে অজ্ঞাত স্থানে জোর পূর্বক আটক রেখে ৯দিন ধরে মেয়েটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপর্যুপরি ধর্ষণ ও নানাভাবে শারিরীক নির্যাতন চালায়। পরে মেয়েটি ধর্ষককে ফাঁকি দিয়ে সুকৌশলে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, বেআইনী আটক, তল্লাশি, শারিরীক নির্যাতন, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে তা দ্রুত আমাদেরকে জানান।

লক্ষীছড়ির বর্মাছড়িতে এক নিরীহ ব্যক্তির বাড়িতে সেনা তল্লাশি

খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের তনুরাম পাড়ায় গত ১১ মে শনিবার লোহিত চাকমা(৩৬) পিতা মৃত দলরাজ চাকমা নামে এক নিরীহ ব্যক্তির বাড়িতে সেনাবাহিনী তল্লাশি চালিয়েছে।

জানা যায়, শনিবার রাত ৮টার সময় গুকনাছড়ি সেনা ক্যাম্প থেকে একদল সেনা লোহিত চাকমার বাড়িতে যায়। সেনারা আধা ঘন্টা পর্যন্ত বাড়ি ঘেরাও করে রাখে এবং বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালায়। কিন্তু ব্যাপক তল্লাশি চালিয়েও অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়। তবে, কি কারণে এ তল্লাশি চালানো হয়েছে তা জানা যায়নি।

বাঘাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক দুই গ্রামবাসী আটক, পরে মুক্তি

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের বাবু পাড়ায় গত ২৯ মে ২০১৩, বুধবার বিজিবি সদস্যরা বাড়িঘরে তল্লাশি ও দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে অবশ্য এলাকাবাসীর চাপের মুখে রাতে আটককৃতদের মুক্তি দেয়া হয়।

জানা যায়, ঘটনার দিন দুপুর ১২টার দিকে বিজিবির ২৯ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার লে. কর্নেল পারভেজ মজুমদারের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য বাবু পাড়ায় হানা দেয়। এ সময় বিজিবি পাড়ার বাসিন্দা মনতোষ চাকমা (৪৫) পিতা- সোনাধন চাকমা, সুরেশ কান্তি চাকমা (৪৮) পিতা- বাঙালি চরণ চাকমা, বেগোল চান চাকমা(৪৫) পিতা- চিত্তমোহন চাকমা ও অমর শান্তি চাকমা(৩৫) পিতা- অজিত কুমার চাকমা-এর বাড়ি তল্লাশি চালায়। ব্যাপক তল্লাশির পরও কোন কিছু না পেয়ে বিজিবি'র সদস্যরা ক্যাম্পে ফিরে যাবার সময় মনতোষ চাকমা ও সুরেশ কান্তি চাকমাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদেরকে বাঘাইছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়। বিনাকারণে তাদের আটক করায় সন্ধ্যায় এলাকাবাসী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাদের মুক্তির দাবি জানায়। অন্যথায় অবরোধ সহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারী দেয়। এলাকাবাসীর ব্যাপক চাপের মুখে সেদিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে তাদেরকে থানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি বৌদ্ধ বিহারের জিনিসপত্র তছনছ, বুদ্ধ মূর্তি চুরি

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের প্রাইলা প্রু কার্বারী পাড়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক নবনির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহারের জিনিসপত্র তছনছ ও বুদ্ধ মূর্তি চুরির ঘটনা ঘটেছে। পাগলা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের উপা ভান্তে এ বিহারটি তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছেন।

সূত্র জানায়, গত ২২ মে বুধবার বিকেল ৫টার সময় সিন্দুকছড়ি জোন থেকে একদল সেনা প্রাইলা প্রু কার্বারী পাড়ায় যায়। সেখানে গিয়ে সেনারা নবনির্মিত বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে ঢুকে ভান্তের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় সহ সকল জিনিসপত্র তছনছ করে বিহারের বাইরে ফেলে দেয়। এ সময় বিহারে থাকা ছোট্ট একটি বুদ্ধমূর্তিও চুরি করে নিয়ে যায়।

এরপর সেনারা প্রাইলা প্রু কার্বারীর বাড়ির দিকে যেতে চাইলে পাড়ার নারীরা পথ আগলিয়ে তাদের বাধা দেয়। সেনারা এ সময় তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে কার নির্দেশে তোমরা এখানে বাড়ি নির্মাণ করছো? এ জায়গাতো তোমাদের নয়। এই জায়গা হচ্ছে আনোয়ার ইঞ্জিনিয়ারের। সেনাদের এ কথার জবাবে নারীরা সাফ জানিয়ে দেয়, এই জায়গা আমাদের। আমাদের পূর্বপুরুষরা এখানে বসবাস করেছিল। বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে এক সময় আমরা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছি। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় আমরা আমাদের নিজেদের জায়গায় আবার বাড়িঘর নির্মাণ করে বসবাস করছি। নারীদের কাছ থেকে সঠিক জবাব পেয়ে সেনারা পরে ক্যাম্পে ফিরে যায়। যাবার সময় উক্ত জায়গার উপর বাড়ি নির্মাণ না করার জন্য নির্দেশ দিয়ে যায় এবং মামলা দেয়া হবে বলেও হুমকি দেয়। সেনাদের সাথে পাগলা পাড়া থেকে কালাম ও সাদ্দাম নামে দু'জন সেটলারও ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

আনোয়ার ইঞ্জিনিয়ার টাকা দিয়ে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনকে ম্যানেজ করে উক্ত জায়গাটি বেদখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

মাটিরাঙ্গায় বিজিবি কর্তৃক ৪ নিরীহ গ্রামবাসী আটক!

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ৩নং গোমতি ইউনিয়নের টাকার মনি পাড়া থেকে গত ১৯ মে রবিবার দিবাগত রাতে পলাশপুর জোনের বিজিবি সদস্যরা ৪ নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করে নিয়ে যায়। তারা হলেন রনজিৎ কুমার ত্রিপুরা(৫৫) পিতা- মৃত জাপান কুমার ত্রিপুরা ও তার দুই ছেলে বাপ্পা ত্রিপুরা(২৩) ও সুখী রঞ্জন ত্রিপুরা এবং একই গ্রামের সন্ধ্যারাম ত্রিপুরা(৪২) পিতা কর্ণমনি ত্রিপুরা।

জানা যায়, ঘটনার দিন দিবাগত আনুমানিক ২টার সময় পলাশপুর জোন থেকে একদল বিজিবি সদস্য টাকার মনি পাড়ায় হানা দেয়। এ সময় বিজিবি সদস্যরা কোন কারণ ছাড়াই ঘুম থেকে তুলে উক্ত ৪ ব্যক্তিকে আটক করে জোনে নিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যদের সাথে দু'জন জেএসএস(সন্তু) সদস্য ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

আটকের পর তাদেরকে ৫৪ ধারায় মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তরের পর খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়। পরে কোর্ট থেকে সবাই জামিনে মুক্তি পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

মাটিরাঙ্গায় বিজিবি কর্তৃক পিসিপি ও যুব ফোরামের দুই সদস্য গ্রেফতার

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের তাইপা এলাকা থেকে গত ৮ জুন শনিবার দুপুর ১টার সময় পলাশপুর জোনের বিজিবি সদস্যরা গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত ত্রিপুরা(২০) ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সদস্য অমল ত্রিপুরা(১৮)।

সুশান্ত ত্রিপুরা বালাছড়ির আদবাড়ি গ্রামের কুসুম ত্রিপুরার ছেলে এবং অমল ত্রিপুরা একই গ্রামের রাজেন্দ্র ত্রিপুরার ছেলে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের একটি টিম গোমতি ও তবলছড়ি এলাকায় সাংগঠনিক কাজে যায়। জনসংযোগ শেষে ফেরার পথে তাইপা এলাকা থেকে বিজিবি'র পলাশপুর জোন কমান্ডার লে. কর্নেল নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য তাদেরকে গ্রেফতার করে জোনে নিয়ে যায়। পরে তাদের হাতে একটি ভাঙ্গাচোরা অস্ত্র গুজে দিয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তরের পর তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠায়। বর্তমানে তারা খাগড়াছড়ি জেলে অন্তরীণ রয়েছেন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি থুইক্যচিং মারমা তাৎক্ষণিক এক যৌথ বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আটককৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি ও বিনা কারণে গ্রেফতার-হয়রানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনরত ৮ সংগঠন এক যৌথ বিবৃতিতে আটককৃত দুই ছাত্রকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে।

রামগড়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৭ নিরীহ গ্রামবাসী মারধরের শিকার

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার বড় পিলাক এলাকার বৈষ্ণব পাড়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ৭ নিরীহ গ্রামবাসী মারধরের শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ২৬ এপ্রিল শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে বৈষ্ণব পাড়ার পার্শ্ববর্তী সেটলার পাড়ায় একটি বাগানের খামার বাড়িতে সেটলাররা নিজেরা আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর সেটলাররা হৈ হুল্লা শুরু করে। এ খবর পেয়ে সিন্দুকছড়ি জোন থেকে একদল সেনা সদস্য সেখানে উপস্থিত হয়। এ সময় সেনা সদস্যরা বৈষ্ণব পাড়ায় গিয়ে বিনয় কিশোর ত্রিপুরার ছেলে কান্তি কিশোর ত্রিপুরা(৩০) ও কেতন কিশোর ত্রিপুরা(২৮), ধনঞ্জয় ত্রিপুরার ছেলে রতন দাস ত্রিপুরা(৩৫), শান্তি ত্রিপুরার ছেলে রিপন ত্রিপুরা(১৮), কমলানন্দ ত্রিপুরার ছেলে রঞ্জন ত্রিপুরা(১৫), মৃত. নিত্যানন্দ দাস ত্রিপুরার ছেলে চিত্তদাস ত্রিপুরা(৩৭)ও শশীদাস ত্রিপুরা(৩৫)-কে বাড়ি থেকে অন্যত্র ধরে নিয়ে গিয়ে চোখ বেঁধে দিয়ে মারধর করে। এসময় সেনারা তাদেরকে ভয়ভীতি দেখায় এবং খামার বাড়িতে কারা আগুন দিয়েছে? বলে জিজ্ঞাসাবাদ করে। নানা হয়রানির পরও কোন তথ্য প্রমাণ না পেয়ে সেনারা রাতেই তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে জোনে ফিরে যায়।

উল্লেখ্য, রামগড়-মাটিরাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় নিরীহ পাহাড়িদের উপর সেনাবাহিনী কর্তৃক হয়রানির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটলারদের জমি বেদখলে সহযোগিতা দিতে সেনারা এ ধরনের হয়রানি করছে বলে এলাকাবাসী ধারণা করছেন।

কুদুকছড়িতে দুই ইউপি চেয়ারম্যানের উপর মেজর তৌহিদের খবরদারি

রাঙ্গামাটির কুদুকছড়িতে দুই ইউপি চেয়ারম্যানের উপর খবরদারি দেখিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী যে কতটা ক্ষমতাবান আবারো প্রমাণ করেছেন কুদুকছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার মেজর তৌহিদ। গত ৩০ জুন রবিবার বিকালে নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা ও বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রমোদ বিকাশ চাকমাকে ক্যাম্পে ডেকে এনে মেজর তৌহিদ এ খবরদারি করেন।

জানা গেছে, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে বগাছড়ি এলাকায় পিকেটাররা গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়। এ সময় সেনাবাহিনীর সহায়তায় কেউ কেউ বাধা অমান্য করে গাড়ি চালাতে চাইলে পিকেটাররা কয়েকটি গাড়ির চাবি জব্দ করে। এরপর সেনা সদস্যরা মাঠে নেমে গাড়ির চাবি ফেরত দেয়ার জন্য পিকেটার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

পরে সেনারা নান্যাচর উপজেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করতে যাওয়া ঘিলাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা ও বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রমোদ বিকাশ চাকমাকে সভা শেষে কুদুকছড়ি ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে আসে। ক্যাম্পে নিয়ে আসার পর ক্যাম্প কমান্ডার মেজর তৌহিদ তাদেরকে বলেন, 'আমি ডাকলে আপনারা আসতে এত দেরী করেন কেন? আগেও আপনাদেরকে এ ব্যাপারে বলেছি, আপনাদেরকে আমি অনেক মাইন্ড করেছি'... ইত্যাদি বলে খবরদারি করার চেষ্টা করেন।

এ সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ওয়ারেন্ট অফিসার চেয়ারম্যানদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "স্যার আপনাদেরকে আধা ঘন্টা সময় দিয়েছেন গাড়ির চাবি ফেরত এনে দেয়ার জন্য। না হলে ঝামেলা হবে।" এভাবে দীর্ঘক্ষণ তাদেরকে ক্যাম্পে বসিয়ে রেখে পরে বিদায় দেন। এ সময় ক্যাম্প কমান্ডার তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটি মোবাইল নম্বরও তাদেরকে দেন।

মাটিরাঙ্গায় বিজিবি কর্তৃক এক গ্রামবাসী আটক, পরে মুক্তি

গত ২৮ জুন শুক্রবার রাতে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের রনজিৎ হেডম্যান পাড়ার বাসিন্দা বাল্লি ত্রিপুরাকে(৪২) আটকের ১১ ঘন্টা পর অর্থাৎ ২৯ জুন শনিবার সকাল ১০টায় মুক্তি দিয়েছে বিজিবি সদস্যরা। বিজিবি পলাশপুর জোন থেকে রনজিৎ হেডম্যানের জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাত সাড়ে ১০টার সময় পলাশপুর জোন থেকে একদল বিজিবি সদস্য রনজিৎ হেডম্যান পাড়ায় হানা দেয়। বিজিবি সদস্যরা প্রথমে রনজিৎ হেডম্যানের বাড়িতে ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখানে অবস্থানরত সরকারীভাবে প্রতিবন্ধী জরিপকারী কয়েকজনকেও তারা ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এরপর বিজিবি সদস্যরা বাল্লি ত্রিপুরার বাড়ি ঘেরাও করে তাকে ঘুম থেকে তুলে আটক করে পলাশপুর জোনে নিয়ে যায়।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপ কর্তৃক তিনজন অপহৃত

একজনকে হত্যা, দু'জনের মুক্তি

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের জারুলছড়ি দোর ও লাম্বাছড়া গ্রাম থেকে জেএসএস'র সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত তিনজন থেকে একজনকে হত্যা ও দু'জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

গত ৯ জুন রাত দেড়টার দিকে সন্তু গ্রুপের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী উক্ত গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে জিসান চাকমা (২৯) পিতা বুদ্ধধন চাকমা ও লাম্বা ছড়া গ্রামের শান্তিপ্রিয় চাকমা (৩২) পিতা নয়ন কুমার চাকমা ও চপা চাকমা (৪২) পিতা কালেন্দ্র চাকমা এই তিন জনকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

পরদিন ১০ জুন স্থানীয় ইউপি মেম্বারদের জিম্মায় শান্তি প্রিয় চাকমা ও চপা চাকমাকে ছেড়ে দেয়া হলেও জিসান চাকমাকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে সন্ত্রাসীরা। প্রশাসনকে না জানানোর শর্তে লাশ ফেরত দেয়ার কথা বললেও সন্ত্রাসীরা লাশ ফেরত দেয়নি। তবে পরিবারের লোকজনকে ডেকে নিয়ে গভীর জঙ্গলের অজ্ঞাতস্থানে লাশ দাফন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

দিঘীনালায় সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুব সমিতির সদস্য নিহত

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের রাবার ফ্যাক্টরী এলাকার পূর্ণচন্দ্র কার্বারী পাড়ায় গত ১৭ এপ্রিল বুধবার ভোররাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে শান্তিমণি চাকমা (২৫) নামে জনসংহতি সমিতি(এম এন লারমা) সমর্থিত যুব সমিতির এক সদস্য নিহত হয়েছেন।

নিহত শান্তিমণি চাকমা দীঘিনালার বড় মেরুং জালবান্দা এলাকার ইনন্দ কুমার চাকমার ছেলে।

জানা যায়, শান্তিমনি চাকমা পূর্ণচন্দ্র কার্বারী পাড়ায় একটি বাসায় ঘুমাচ্ছিলেন। এ সময় ভোর রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার জীবতলী গ্রামে গত ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৬টায় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যু লাল চাকমা(৬০) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে। তিনি জীবতলী গ্রামের লক্ষী কুমার চাকমার ছেলে।

জানা যায়, সন্ধ্যু লাল চাকমা সকাল ৬টার দিকে জীবতলী গ্রামের নীহার চাকমার দোকানে বের হন। এর কিছুক্ষণ পরই তালুকদার পাড়ার দিক থেকে বিপ্লব চাকমার নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের কয়েকজন সন্ত্রাসী এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা আবারো তালুকদার পাড়ার দিকে পালিয়ে যায়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি এ ঘটনাকে কাপুরুষোচিত উল্লেখ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যে সময়ে ঐক্য-ভ্রাতৃত্ব জোরদার করতে সংঘাত বন্ধের দাবি জানাচ্ছে সে মুহূর্তে সন্তু গ্রুপ এ ধরনের হত্যাকান্ড ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছে।

বিবৃতিতে তিনি সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি অবিলম্বে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং এধরনের ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানান।

সন্তু গ্রুপের হামলায় দিঘীনালা ও পানছড়িতে জেএসএস(এমএন লারমা)- এর দুই সদস্য নিহত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা ও পানছড়িতে সন্তু গ্রুপের পৃথক হামলায় জেএসএস(এমএন লারমা) দলের দুই সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন মিটিন চাকমা ওরফে রবি(৪০) ও সুপন চাকমা ওরফে সাগর বাদশা(৪৩)।

গত ২ জুলাই মঙ্গলবার সকাল ৮টায় দিঘীনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের পূর্ণচন্দ্র কার্বারী পাড়ার তারাটিলা নামক স্থানে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে মিটিন চাকমা ওরফে রবি(৪০) নিহত হন। তিনি মৃত বাত্যা চাকমার ছেলে।

ঘটনার দিন সকালে মিটিন চাকমা মোটর সাইকেল চালনা শিখতে তারাটিলা নামক স্থানে যান। সেখানে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের ৪/৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার বুকে, মাথায়, বগলে ও কানের গোড়ায় ৪টি গুলি লাগে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

অপরদিকে, গত ২৯ জুন সন্তু গ্রুপের ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন জেএসএস(এমএন লারম) দলের পানছড়ি উপজেলা সাধারণ সম্পাদক সুপন চাকমা ওরফে সাগর বাদশা(৪৩)। তার পিতার নাম যুব রাজ চাকমা।

ঘটনার দিন সাগর বাদশা চাকমা পানছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এলাকায় মোটর সাইকেল পার্কিং শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তার বুকের বাম পাশে গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে পানছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান।

রাঙামাটিতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ব্যক্তি অপহৃত

রাঙামাটি জেলা সদরের জীবতলী ইউনিয়নের চংড়াছড়ি গ্রাম থেকে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক রাসেল চাকমা(২২), পিতা- মৃত সুমতি রঞ্জন চাকমা নামে এক ব্যক্তিকে অপহরণের খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, গতকাল ২৮ এপ্রিল রবিবার বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে জীবতলীর ধল্যাছড়ি গ্রামের সুনির্মল দেওয়ানের(৩৫) নেতৃত্বে সন্তু গ্রুপের ৬/৭ জনের একটি দল চংড়াছড়ি গ্রামে যায়। সেখানে গিয়ে তারা রাসেল চাকমাকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।

উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাসেল চাকমার পিতা সুমতি রঞ্জন চাকমাকে অপহরণের পর গুম করেছিল। আজ পর্যন্ত তারও কোন খোঁজ মেলেনি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তু সন্ত্রাসীদের হামলায় পিসিপি'র ৬ নেতা-কর্মী আহত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীদের হামলায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর চবি শাখার আহ্বায়ক শিমন চাকমাসহ ৬ নেতা-কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।

ঘটনার সময় পিসিপি'র নেতা-কর্মীরা সংগঠনের দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পোস্টারিং করার সময় রাত ১২.৩০ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ বক্সের সামনে আসলে সন্তু লারমার পালিত সন্ত্রাসী অনিল মারমা ও বিমল চাকমার নেতৃত্বে ১০-১২ জনের একটি সন্ত্রাসী দল ছাত্রলীগ মস্তানদের সহযোগিতায় দেশীয় অস্ত্রসহ (লোহার রড, কিরিচ) পুলিশের সামনে পরিকল্পিতভাবে পিসিপি নেতা-কর্মীদের উপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এতে চারজন পিসিপি কর্মী গুরুতর জখম সহ ছয়জন আহত হন। হামলায় গুরুতরভাবে আহত হন সিমন চাকমা, রুবেল চাকমা, তরুন চাকমা এবং সুকান্ত চাকমা। এরা সবাই মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন।

সন্ত্রাসীরা তরুণ চাকমার চোখ খুলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। বাকী দুই জনও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাপ্রাপ্ত হন। আহতদের তাৎক্ষণিক চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

হামলাকারী সন্ত্রাসীদের মধ্যে অনিল মারমা, নিউসাই মারমা, চাইলা মারমা, বিমল চাকমা, ধন বিকাশ চাকমা, প্রতীম চাকমা, তূর্য তালুকদার, প্রশান্ত চাকমা, রিতেশ চাকমা, অরুন বিকাশ চাকমাসহ অনেকে ছিলেন।

এ ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

পিসিপি'র খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল সম্পন্ন

'শাসক গোষ্ঠীর ভাগ করে শাসন কর নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়াও' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা শাখার ৪র্থ কাউন্সিল গত ১ মে বুধবার সকাল ১০.৩০টায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতির ভবনে সম্পন্ন হয়েছে।

শহীদদের স্মরণ করে শোক প্রস্তাব পাঠের মধ্য দিয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধনী আলোচনা সভা শুরু হয়। শোক প্রস্তাবে শহীদদের পাশাপাশি স্মরণ করা হয় ঢাকা সাভারে রানা প্লাজা ধসে নিহত পোশাক শ্রমিকদের। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন মহিলাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী পপি চাকমা।

কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক হিরোহিত তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক ও পিসিপি'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক সুপ্রীম চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি নিরুপা চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থুইক্য চিং মারমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ আহবায়ক জুপিটার চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সুনীল সান্যাল এবং সভা পরিচালনা করেন কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব টনি ত্রিপুরা।

আলোচনা সভায় অংগ্য মারমা বলেন, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, স্বৈরাশাহী এরশাদের পতন সহ বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। তেমনিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও ১৯৮৯ সালে ২০মে পিসিপি গঠনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র সমাজ একত্রিত হয়েছে যা এখনো বিদ্যমান।

থুইক্য চিং মারমা বলেন, আন্দোলনকে ভিন্নভাবে প্রবাহিত করার জন্য শুরু থেকে পিসিপি'র এই ছাত্র আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহন করেছে যার ধারাবাহিকতায় পাহাড়িদেরকে ভাগ করে শাসন করার নীতি গ্রহন করে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়ে আসছে। একদিকে পাহাড়িদের ভাগ করে রেখেছে, অন্যদিকে সংবিধান সংশোধন করে সকল জাতিসত্তাসমূহের উপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সারাদেশের সংখ্যালঘুদের ধ্বংস করার নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিরুপা চাকমা বলেন, আমাদের সমাজকে পঁচন ধরানোর জন্য শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তাই সামাজিক অবক্ষয় রোধে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

সুপ্রীম চাকমা বলেন, ছাত্র সমাজ ও জনগণকে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত রেখে জাতিগত নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে এই দেশের শাসক শ্রেণী। তাই আমাদেরকে এসব ষড়যন্ত্র মোকবেলা করে এবং শাসকগোষ্ঠীর পাতানো ফাঁদে পা না দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের আন্দোলনে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রথম অধিবেশন শেষ করে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। কাউন্সিল অধিবেশন পরিচালনা করেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্য চিং মারমা। অধিবেশন শেষে টনি চাকমাকে সভাপতি, টনি ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুনীল সান্যালকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক থুইক্য চিং মারমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি ঠিকাদার সমিতি ভবনের সামনে থেকে শুরু করে মহাজন পাড়ায় সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। এরপর র‍্যালিটি চেঙ্গী স্কোয়ার উপজেলা হয়ে স্বনির্ভর বাজার ঘুরে ঠিকাদার সমিতি ভবনের সামনে এসে শেষ হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দ'দিন ব্যাপী জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন সম্পন্ন

"সরকারের জাতি ধ্বংসের নীল নক্সার বিরুদ্ধে যুব শক্তি জাগ্রত হও, প্রতিরোধ গড়ে তোল" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দু'দিন ব্যাপী জাতীয় সম্মেলন সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭-২৮ জুন খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নারাঙ্খিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট হল রুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গনতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষে রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন ও গঠনতন্ত্র উপস্থাপন করেন যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি শান্তিদেব চাকমা এবং সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা।

দু'দিন ব্যাপী এ সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত যুব ফোরামের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা, ইউপিডিএফ'র কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, ইউপিডিএফ সংগঠক ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাবেক নেতা মিঠুন চাকমা, অলকেশ চাকমা ও দেবদত্ত ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কনিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্যচিং মারমা প্রমুখ। এছাড়া মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ'র কেন্দ্রীয় নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা ও প্রদীপন খীসা। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নিকোলাস চাকমা ও পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা।

উদ্বোধনী অধিবেশন শুরুতে শহীদদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তব পাঠ করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক এসিংমেং মারমা। এ সময় শহীদদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সম্মেলনে ইউপিডিএফ নেতা রবি শংকর চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, সন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকে সরকারের কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছে। পুরো জাতি আজ সন্তু লারমার কাছে জিম্মি হয়ে রয়েছে। ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানির কারণে সরকার, সেনাবাহিনী ও সন্তু লারমা লাভবান হচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা অনেক ছাড় দিয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসনের জন্য সন্তু লারমার কাছে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সাড়া দেয় নি। ভবিষ্যতে আমাদের দিক থেকে আর কোন আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হবে না। তবে সন্তু লারমারা যদি আলোচনার প্রস্তাব দেন তাহলে আমরা তা বিবেচনা করে দেখবো।

তিনি আরো বলেন, দেশের শাসক দলগুলো জুম্মদেরকে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী-লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মাধ্যমে বিভাজন তৈরী করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দুর্বল করে রেখেছে। এদের বিষয়ে সবাইকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে।

সচিব চাকমা বলেন, আমাদের মা, বোনেরা ধর্ষিত হচ্ছে, খুন হচ্ছে, ভূমি হারাচ্ছি- এ অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। এসবের বিরুদ্ধে যুব সমাজকে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি আরো বলেন, এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর কারণে শেখ হাসিনা সরকার আমাদেরকে বাঙালি বানাতে সাহস পেয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত সহ সন্তু লারমাকে জুম্ম জাতির ক্ষতিকর আগাছা উল্লেখ করে বলেন, এরাই আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিতে চাই। এসব ক্ষতিকর আগাছাকে উপড়ে ফেলতে হবে।

মিঠুন চাকমা বলেন, আমরা যদি শক্তি অর্জন করতে পারি তাহলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে জনগণের শক্তিকে যেভাবে সন্তু লারমা সরকারের কাছে সমর্পণ করেছে তা লজ্জাজনক। যারা জাতীয় অধিকার আদায়ের আন্দোলন সরকারের কাছে বিকিয়ে দিয়েছেন তাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করার, ঘৃণা করার, ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো চেতনা সম্পন্ন কর্মী গড়ে উঠতে হবে।

সম্মেলনে উপস্থিত বিভিন্ন শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন ও গঠনতন্ত্রের উপর মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ২৮ জুন বিকাল ৫টায় রাজনৈতিক প্রস্তাব, গঠনতন্ত্র ও সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের সর্বসম্মতিতে হাত উচিয়ে সমর্থনের মাধ্যমে পাশ করে নেয়া হয়।

সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে : ১. সংবিধানের বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাসের প্রতিবাদে ৩০ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের সংখ্যালঘু জাতি ও জনগণের নিকট কাল দিবস হিসেবে চিহ্নিকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে উক্ত কাল দিবসে বিশেষ কর্মসূচি পালন, ২. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বরদাস্ত না করা, ৩. পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই জোরদারের লক্ষ্যে যুব সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ তথা জাতীয় স্বার্থে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধকরণ, ৪. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশেরে অন্য যে কোন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাধানোর যে কোন ষড়যন্ত্র অপপ্রচারণার বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে অবস্থানগ্রহণ, ৫. যুব সমাজকে দেশভ্রষ্ট করে ধ্বংসাত্মক পথে ঠেলে দেয়ার যে কোন অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, ৬. জনগণরে ঐক্য বিনষ্টকারী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ, ৭. পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ভাড়া-খাটা চক্রদের বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করা।

এছাড়া সম্মেলনে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনের শেষ দিনে সমাপনী অধিবেশনে যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রবি শংকর চাকমা ও সদস্য সচিব চাকমা, প্রদীপন খীসা, উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্যচিং মারমা প্রমুখ।

মাটিরাঙ্গায় বহিরাগত বাঙালি সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন পাহাড়ি হামলার শিকার

গত ১৭ জুন খাগড়াছড়ি থেকে গুইমারা আসার পথে মাটিরাঙ্গার ১০ নম্বর এলাকায় বহিরাগত বাঙালি সন্ত্রাসী কর্তৃক তিনজন পাহাড়ি মারধরের শিকার হয়েছেন। এরা হলেন, গুইমারা থানার দুত্রেমরম হেডম্যান পাড়ার উগ্যজাই মারমা, আমতলী পাড়ার সঞ্জয় মারমা ও আবুশে মারমা।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকাল ১০টার সময় উক্ত ব্যক্তিরা গুইমারা থেকে মোটর সাইকেলযোগে খাগড়াছড়িতে যান। খাগড়াছড়ি থেকে বাসায় ফেরার সময় বেলা দেড়টার দিকে মাটিরাঙ্গার ১০ নম্বরে পৌঁছলে হঠাৎ করে ৮/৯ জনের একদল বহিরাগত বাঙালি সন্ত্রাসী উপর্যুপরি তাদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় তারা তিনজনই আঘাতপ্রাপ্ত হন। সন্ত্রাসীরা তাদের ব্যবহৃত মোটর সাইকেল ভাঙ্চুর করে পালিয়ে যায়। তবে হামলাকারীদের তারা চিহ্নিত করতে পারেনি।

হামলার শিকার উগ্যজাই মারমা বলেন, হামলার সময় ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

সেনা-পুলিশের উপস্থিতিতে বহিরাগত বাঙালিদের এ ধরনের হামলা উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আট সংগঠনের বিবৃতি

প্রথাগত ভূমি আইন মেনে না নিয়ে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন করা হলে সমস্যার সমাধান হবে না

পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনরত ৮ সংগঠন প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনের দাবি জানিয়েছে।

গত ৩০ মে বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, "গত কয়েক দশকে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি জোরপূর্বক অথবা নানা ছলচাতুরীর মাধ্যমে বহিরাগত কর্তৃক বেদখল করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে হাজার হাজার পাহাড়ি পরিবার নিজ জমি থেকে উৎখাত ও নিঃস্ব হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীতকাল থেকে বিদ্যমান প্রথাগত ভূমি অধিকারের ভিত্তিতে প্রণীত একটি শক্তিশালী আইন ছাড়া এসব বেদখলকৃত জমি ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।"

এছাড়া নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যার সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের স্বার্থে সংবিধানে প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি প্রদান, ভূমি কমিশন আইনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি'র যথাযথ ব্যাখ্যা, ৭(৫) ধারাকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক করা এবং ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির শুনানীতে হেডম্যান ও কার্বারীদের লিখিত মতামত গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি থুইক্য চিং মারমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরুপা চাকমা, খিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শান্তি প্রভা চাকমা ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা।

মাটিরাঙ্গায় সেটলার হামলায় গ্রামছাড়া ৪০ পরিবার পাহাড়ি ১৬ দিন পর গ্রামে ফিরেছে

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের ত্রিপুরা অধ্যুষিত গ্রাম টাকার মনি পাড়া থেকে সেটলার হামলার কারণে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ৪০ পরিবার পাহাড়ি হামলার ১৬ দিন পর উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে গত ৪ জুলাই গ্রামে ফিরে গেছেন।

গত ১৮ জুন রাতের আঁধারে সেটলার বাঙালিরা হামলা চালালে তারা প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী বিরাশি মুড়া ও খেরা পাড়ায় আশ্রয় নিয়ে ১৬ দিন ধরে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

গ্রামে ফিরে যাওয়া কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, হামলার পর পালিয়ে গিয়ে ১৬ দিন ধরে অনাহারে অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করলেও প্রশাসন তাদের কোন খোঁজ খবর নেয়নি এবং কোন প্রকার সহযোগিতা প্রদান করেনি। পরে মাটিরাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান শামসুল হক নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে তারা গ্রামে ফিরে গেছেন।

তারা জানান, গ্রামে ফিরে গেলেও তাদের আশঙ্কা এখনো দূর হয়নি। কখন সেটলাররা আবারো নানা অজুহাত সৃষ্টি করে তাদের ওপর হামলা চালায় এ নিয়ে তারা আশঙ্কার মধ্যে রয়েছেন। তাই, ভবিষ্যতে যাতে নিরাপদে গ্রামে অবস্থান করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন সেজন্য তারা প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ ও ৫ এপ্রিল বড়নাল ইউনিয়নের প্রাণ কুমার পাড়া থেকেও একইভাবে সেটলার হামলায় ২৭ পরিবার পাহাড়ি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

৪র্থবর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা ॥ ১১ জুলাই ২০১৩

জনতার শক্তি অপ্রতিরোধ্য, ঘুরে দাঁড়াবার পালা পার্বত্যবাসীর

ক্ষমতাসীন দলের দুর্নীতি, জালিয়াতি পদ্মাসেতু-রেলের কাল বিড়াল-হলমার্কসহ-- নানা কেলেঙ্কারির ফলে ক্ষুব্ধ দেশবাসী সরকারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী-মাস্তানি-টেন্ডারবাজি সবচে' অসহনীয়। সাম্প্রতিক ৫ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি ঘটেছে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনকে দ্বিতীয় গোপালগঞ্জ আওয়ামীলীগের দুর্গ বলে মনে করা হত। কিন্তু সেখানেও আওয়ামীলীগের প্রার্থী গো-হারা হেরেছে। যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে সত্য উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছেন 'জনগণের কাছে দুর্গ বলে কিছু নেই। জনগণের আস্থা হারালে যে কোন দুর্গের পতন ঘটতে পারে।' এ অমোঘ সত্য স্বীকার করতে ওবায়দুল কাদের তথা আওয়ামীলীগকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে, এটাই বিস্মিত হবার বিষয়। জনতার শক্তি প্রমানের জন্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষার তো প্রয়োজন নেই। অতি সাম্প্রতিক কালে কথিত আরব বসন্তের জোয়ারে আলজেরিয়া, মিশর, তিউনিশিয়া আর লিবিয়ার বলদর্পী স্বৈরশাসকদের বিয়োগান্তক ঘটনা কি তারা দেখেন নি? ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের শক্তিশালী বাস্তিল দুর্গের পতন ও জনতার হাতে গিলোটিনে সম্রাট বধের ইতিহাস খ্যাত ঘটনা না হয় তারা ভুলে গেছেন! দেখা যায়, ক্ষমতার মসনদে বসলে শাসকদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নানা-ছলাকলা-দমন-পীড়ন চালিয়ে জনগণকে দাবিয়ে রাখতে চান। কিন্তু বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদী জনতাকে দাবিয়ে রাখা যায় না, গুরুতর খেসারত দিতে হয় বলদর্পী শাসকদের। ইতিহাসের শিক্ষা হল এই, জনতার উত্থান অপ্রতিরোধ্য।

সদ্য সমাপ্ত গাজীপুর এবং ইতিপূর্বে চার সিটি কর্পোরেশন সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহীতে যা দেখা গেছে, তা অসাধারণ কোন ঘটনা নয়। দুর্নীতি-দুঃশাসন-জালিয়াতি-কেলেঙ্কারি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং ভোটের মাধ্যমে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে, যা কেবল সময়ের ব্যাপার।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কতিপয় চক্র ও একটি চিহ্নিত গোষ্ঠীকে সরকার জনগণের বিরুদ্ধে দুর্গ ও গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে। সাময়িকভাবে হলেও সরকার তাদের দিয়ে জনতার উত্থান দাবিয়ে রেখেছে। না হলে যে হারে প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখল-সেটলার পুনর্বাসন, সেনা ক্যাম্প নির্মাণ-সম্প্রসারণ ও অভিযান, নারী নির্যাতন, সরকারি দলিলপত্রে ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক পরিভাষা ব্যবহার, বিচ্ছিন্নভাবে পাহাড়িদের হেয়-তাচ্ছিল্য অব্যাহত রয়েছে এবং সর্বোপরি পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী আইনে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে-- তাতে জনমনে যে বিক্ষোভ-প্রবল অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে মাত্রায় গণবিক্ষোভ বিস্ফোরণ হবার কথা, সরকারের খুঁটিতে কতিপয় গোষ্ঠী-চক্রের বাধা থাকার কারণে দৃশ্যত তা সেভাবে হয় নি। অতীতে অন্যায়ের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবল গণআন্দোলন হয়েছিল, অন্যায় ১৪৪ ধারা লংঘন, লোগাঙ লঙ মার্চ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুযোগ-সুবিধা, অর্থ-ক্ষমতা দিয়ে যাদের সরকার জনগণের বিরুদ্ধে দুর্গ ও গুটি হিসেবে ব্যবহার করছে, তাদের দিয়ে শেষ রক্ষা হবে না। ওবায়দুল কাদেররা যদি বুঝে থাকেন জনগণের নিকট দুর্গ বলে কিছু নেই, তাহলে আঞ্চলিক পরিষদে নির্বাচন দিন, সন্তু লারমাকে মদদদান বন্ধ করুন। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে জনতা জেগে উঠবেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে। দলগত চরিত্র বিচারে আওয়ামী লীগ বিএনপি'র মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উভয় দলই শোষক-নিপীড়ক, লুটেরা গোষ্ঠীভুক্ত। আওয়ামী লীগ সুকৌশলে পাহাড়িদের প্রতিরোধ শক্তি ও ঐক্য দুর্বল করে যুগ যুগ ধরে পদানত রাখতে চায়। অন্যদিকে বিএনপি-জামাত মারদাঙ্গা চালিয়ে পাহাড়িদের রাতারাতি উৎখাত করে ফেলতে আগ্রহী। আওয়ামী লীগ সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদে বসিয়ে বশীভূত করে ফেলেছে, সেখান থেকে বেরুনোর অবস্থা তার নেই। সুবিধাবাদী অংশটিকেও আওয়ামী লীগ নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে সমাজে বিভাজন ঘটিয়েছে। বিএনপি'কে চেনা কঠিন নয়, কিন্তু আওয়ামী লীগ হচ্ছে মেষের শাল পরিহিত নেকড়ে। উভয় দলই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়েছে। আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে জল্লাদের খড়্গ তুলে তাণ্ডবলীলা চালাবে। লোগাঙ হত্যাকাণ্ডসহ বহু লোকক্ষয়ের হোতা বিএনপি। জিয়াউর রহমানই গোপন সার্কুলার দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পাহাড়িদের সর্বনাশ করেছেন। খালেদা জিয়া প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে বস্তিবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের খায়েস ব্যক্ত করেছিলেন, তার সে চেষ্টা অব্যাহত আছে। কাজেই পার্বত্যবাসী হুঁশিয়ার! আসন্ন ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে না পারলে অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি অনিবার্য।

দুই ফ্রন্টে লড়াই চালাতে দক্ষ হতে হবে

অনন্ত মারমা

১
ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনী নিয়ে নাটক

সরকার তার মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছে। তবে এই বিল পাস হলেও যে পাহাড়ি জনগণ তাদের হারানো জমি ফিরে পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ এই বিলে তাদের দাবিদাওয়ার প্রতিফলন ঘটেনি। সরকার ইউপিডিএফসহ জনগণের দাবি উপেক্ষা করে মনগড়াভাবে এই সংশোধনী এনেছে। ফলে আইনটির অগণতান্ত্রিক চরিত্র আগের মতোই রয়ে গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা ভূমি সংক্রান্ত আইন ও প্রথার ভিত্তিতে আইনটি রচনা করা হয়নি। মোট কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলারদের অনুকূলে অবৈধ ভূমি বন্দোবস্তীকে বৈধ রূপ দেয়ার জন্যই আইনটি এভাবে লেখা হয়েছে।

কিন্তু তারপরও কেন সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটলার সংগঠনগুলো এই সংশোধনী বিলের বিরোধীতা করছে? মূলতঃ আইনটি সম্পর্কে পাহাড়ি জনগণসহ দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা ও হীন রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যই তারা হৈচৈ করছে। মনে রাখা দরকার, পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত সবাই এক। তাদের কেবল নাম বা লেবেলগুলো আলাদা। তারা একই শাসকশ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল মাত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য একই, আর তা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী আধিপত্য ও শাসন-শোষণ বজায় রাখা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তারা সবাই এককাট্টা। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কখন কী পদক্ষেপ নেয়া হবে, কখন সেটলার সংগঠনগুলো কী করবে, সেনাবাহিনীসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী হবে তা সবই একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে: আর সেটা হলো সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশন। নাটকে যেমন একজন পরিচালক থাকেন এবং তার নির্দেশে কখন কে কিভাবে ও কত সময় ধরে অভিনয় করবেন তা ঠিক হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামেও কখন কাদের মাঠে নামানো হবে তা ঠিক করে দেয় চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশন।

তাই সেটলাররা সড়ক অবরোধ ও হরতালের নামে যা করছে তা অভিনয় মাত্র, পর্দার অন্তরাল থেকে পুতুলের মতো তাদের নাচানো হচ্ছে। তবে এর মাধ্যমে তাদের চরম ফ্যাসিস্ট ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নীতি ও মানসিকতাই প্রকাশ পাচ্ছে। পাহাড়িদের কাছ থেকে আইনের প্রক্রিয়া ছাড়া, অবৈধভাবে ও জোর করে কেড়ে নেয়া জমি রক্ষার জন্য তারা যে কতটুকু মরিয়া তাদের সাম্প্রতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে তা বোঝা গেল। তারা চায় না ভূমি কমিশন আইনটি গণতান্ত্রিক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে চালু প্রথাগত ভূমি রীতির আলোকে রচিত হোক। কারণ এতে তাদের অবৈধ দখলগুলো বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২
মাটিরাঙ্গা-রামগড় এলাকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

সরকার যখন ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছে, তখন খাগড়াছড়ির রামগড়ে জেলা ধর্ম কার্বারী পাড়া থেকে ৫০ পরিবারের মতো মারমা পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে ও মাটিরাঙ্গায় জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে একটি ত্রিপুরা গ্রামে হামলা করা হয়েছে। এছাড়া মারমা ও ত্রিপুরা অধ্যুষিত এই অঞ্চলে জনগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য সেনাবাহিনী ও বিজিবি সব সময় তৎপর রয়েছে। উৎসবের নামে পাড়া গ্রামে হানা দেয়া, গভীর রাতে বাড়িঘর ঘেরাও করে তল্লাশী চালানো, নিরীহ লোকজনকে বিনা কারণে মারধর, আটক, হয়রানি ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ খাগড়াছড়ির এমপি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা এ সম্পর্কে একেবারে নিরব। তিনি যেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। বৈসাবি উৎসবের মাত্র কয়েক দিন আগে মাটিরাঙ্গায় সেটলাররা দুই পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালানোর পরও তিনি উচ্ছেদ হওয়া গ্রামবাসীদের দেখতে সেখানে যাননি। ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি থেকে এমপি নির্বাচিত হলেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যতীন বাবুর আগে কল্প রঞ্জন চাকমা এমপি থাকার সময়ও পাহাড়িরা লাভবান হয়নি। যতীন বাবুরা আজকে যেমন আজ্ঞাবাহী দাসের মতো পঞ্চদশ সংশোধনী বিলে স্বাক্ষর করে পাহাড়িদের ওপর চাপানো বাঙালি জাতীয়তাবাদ মেনে নিয়েছেন, সরকারের বিশ্বস্ত খাদেম কল্প রঞ্জন বাবুও বিবিসির সাথে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন 'পাহাড়ি জনগণ স্বায়ত্তশাসন চায় না।' ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা বা যে জাতির হোক, তল্পীবাহকরা সব সময় এ রকমই করে থাকেন।

রামগড়, মাটিরাঙ্গা ও মানিকছড়ি উপজেলাগুলো এক সময় নিরঙ্কুশ পাহাড়ি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ছিল। বাঙালিদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। কিন্তু গত কয়েক দশকে বাঙালিরা এই অঞ্চলে বাঁধভাঙা পানির মতো ঢুকে পড়ে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে ও তাদের জমিজমা কেড়ে নেয়। এখন বাঙালি সেটলাররাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। নানা কারণে এখানকার পাহাড়ি জনগণ শিক্ষা দীক্ষায় ও অর্থনৈতিকভাবে পেছনে পড়ে রয়েছেন। তুলনামূলক বিচারে রাজনৈতিকভাবেও তারা অসংগঠিত ও অসচেতন। সেটলাররা পাহাড়িদের এই সব দুর্বলতার সুযোগ নেয়। অথচ অগ্রসর জাতি হিসেবে সরকারের উচিত তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একটি দেশ কতটুকু সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক তার একটি মাপকাঠি হলো সে দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বাস করা সংখ্যালঘু জাতির জনগণ কতটুকু অধিকার বা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেন। ইউরোপের বেশ কিছু দেশ রয়েছে যেখানে সংখ্যালঘু জাতিগুলো কার্যত স্বাধীন: তাদের নিজস্ব পতাকা, মুদ্রা ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এমনকি সেখানে এমন সংখ্যালঘু জাতিও রয়েছে যারা একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্রভাবে অন্য একটি দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি পর্যন্ত করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকার, সেনাবাহিনী ও সেটলারদের উচিত এই সব উন্নত সুসভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

মাটিরাঙ্গায় সাধারণ পাহাড়ি জনগণের উপর যে নির্যাতন চলছে তা সভ্য সমাজে অকল্পনীয়। ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। সঙ্গত কারণে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গোমতি বাজার বয়কটের ডাক দিতে বাধ্য হয়েছে। গত ১৪ জুন থেকে এই বাজার বয়কট চলছে এবং এতে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কোন পাহাড়ি এখন গোমতি বাজারে যাচ্ছেন না, ফলে স্থানীয় দোকানদার বাদে ব্যবসায়ীদেরও উপস্থিতি কমেছে। ইতিপূর্বে বয়কটের কারণে দীঘিনালার বাবুছড়া বাজার, সাজেকের বাঘাইহাট বাজার ও রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার অনেকটা লাটে উঠেছে। নিরীহ, গরীব ও সাধারণ জনগণ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যায় তাহলে তারা যে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করতে পারে ও যে কোন অপশক্তিকে কাবু করতে পারে, এই বাজারগুলোর শোচনীয় অবস্থা তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। কাজেই মাটিরাঙ্গার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে ও দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করতে হবে। কুচক্রী মহলের অপপ্রচারণায় কখনোই বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। পার্টিসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তির উচিত এই অঞ্চলকে শিক্ষা দীক্ষায় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ৭ম পাতায় দেখুন

দুই ফ্রন্টে লড়াই চালাতে দক্ষ হতে হবে

৬ষ্ঠ পাতার পর

এগিয়ে নিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করা। আগেই বলা হয়েছে, একটি মহল স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় দীর্ঘ দিন ধরে রামগড়ের পাতাছড়া ইউনিয়নে ম্রেলা প্রু কার্বারী পাড়া থেকে ৫০ পরিবার পাহাড়িকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এটা এমন প্রেক্ষাপটে ঘটছে যখন সরকার ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির মালিক হবেন পাহাড়িরাই। ম্রেলা প্রু কার্বারী পাড়ার বাসিন্দারা জানান তারা সেখানে বহু বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। ১৯৮৬ সালে ভারতে শরণার্থী হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা সেখানে ছিলেন। অথচ আনোয়ার নামে ফেনী জেলার এক বাঙালি ম্রেলা প্রু গ্রামের ৬০ একর পরিমাণ জমি তার বলে দাবি করছে এবং গ্রামের লোকজনকে উৎখাতের চেষ্টা চালাচ্ছে। এতে স্থানীয় প্রশাসন তাকে সহায়তা দিচ্ছে। আনোয়ার যে ভিত্তিতে জমির মালিকানা দাবি করে তা হলো এরশাদ আমলে কবুলিয়ত নামে অবৈধভাবে সেটলারদের পক্ষে ইস্যু করা জমির দলিল। তিনি সেটলারদের কাছ থেকে ঐ কবুলিয়ত কিনেছেন। কিন্তু এই কবুলিয়তে জমির চৌহদ্দীর কোন মিল নেই। অফিসে বসে আন্দাজে ও মনগড়াভাবে চৌহদ্দীর উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোন এলাকার যে কোন জমি এই সব কবুলিয়তের মাধ্যমে দাবি করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে জমিতে পাহাড়িরা যুগের পর যুগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাস করে আসছেন সে জমির মালিকানার দলিল কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের লোকজন পায় তা এক বিরাট আশ্চর্যের বিষয়। মালিকানার দলিল তো প্রথম থেকে যারা উক্ত জমি ভোগ দখল করে আসছেন তাদেরই প্রাপ্য। অথচ সরকার তাদেরকে বঞ্চিত করে বেআইনীভাবে বহিরাগতদের অনুকূলে বন্দোবস্তী দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে তা স্থানীয় পাহাড়িদের মনে ক্ষোভ, বঞ্চনা ও দ্রোহের জন্ম দিয়েছে।

৩

দুই ফ্রন্টে লড়াই

এ সবের বিরুদ্ধে যখন ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ হওয়ার কথা, তখন দুঃখজনক হলেও সত্য, সন্তু লারমা তার ভ্রুন্ধ নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঐক্যের বদলে তিনি পাহাড়িদের বিভক্ত করে রেখেছেন, আন্দোলনের বদলে সরকার ও সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ দালালী করছেন। জনগণকে সঠিক দিশা দেওয়ার পরিবর্তে তিনি তাদের দিশেহারা ও বিভ্রান্ত করে রেখেছেন। তিনি পাহাড়ি জনগণের স্বার্থে নয়, সরকার, সেনাবাহিনী ও সেটলারদের স্বার্থেই কাজ করছেন। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্যই তিনি এভাবে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। মোট কথা তিনি যা করছেন তা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ক্ষমার অযোগ্য। তিনি যা করছেন তা আন্দোলন নয়, তা সমাজ জাতি ধ্বংসের কাজ। তিনি পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করছেন। এক সময় জনগণের পক্ষে থাকলেও, চুক্তির পর আজ তার ভূমিকা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গেছে, রাজা ও রাজন্যবর্গ সিংহাসন ফিরে পাবার আশায় তাদের নিজ দেশের বিপ্লবী জনতাকে আক্রমণের জন্য বিদেশী শত্রুর সাথে আঁতাত করেছিলেন, বিদেশী শত্রু অস্ট্রিয়াকে তাদের (ফরাসীদের) দেশ আক্রমণের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যেহেতু সন্তু লারমা ও তার কসাই বাহিনী আন্দোলনে এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। একদিকে সরকারের গণবিরোধী নীতি ও অন্যদিকে তার বশংবদ সন্তু লারমা গংদের ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে জনগণকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এক সাথে দুই ফ্রন্টে লড়াই চালানোর মতো দৃঢ়তা, সাহস ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আন্দোলনের পথ, বিজয়ের পথ সহজ সরল নয়। কিন্তু পার্টি ও জনগণ যদি এক মন এক প্রাণ হয়ে লড়াই করেন তাহলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, যে কোন অপশক্তিকে পরাজিত করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বীর জনগণ ইতিমধ্যে তার প্রমাণ দিয়েছেন। কাজেই সন্তু লারমা ও তার প্রভু সরকারকে হুঁশিয়ার! ■

জেএসএস সন্তু গ্রুপের প্রতি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণার আহ্বান ৮ সংগঠনের

পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনরত আট সংগঠন জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের প্রতি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে এই কর্মসূচীতে তারা সমর্থন দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি থুইক্য চিং মারমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা, খিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক শান্তি প্রভা চাকমা ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা গত ২৯ মে বুধবার এক যৌথ বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, "বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ প্রায় শেষ পর্যায়ে। অথচ গত সাড়ে চার বছরে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এই চুক্তিতে অনেক দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মৌলিক দাবির কোনটিই পূরণ হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলে আমরা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে তাতে সমর্থন দিতে প্রস্তুত রয়েছি।"

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, চুক্তি বাস্তবায়ন জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) এর সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্মসূচী হলেও গত ১৫ বছরে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে তারা আন্দোলনের কোন কর্মসূচী ঘোষণা করেনি -- এমনকি ইউপিডিএফ বিভিন্ন সময় এই কর্মসূচীতে পূর্ণ সমর্থন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও সন্তু গ্রুপ কার্যকর আন্দোলনের পদক্ষেপ নেয়নি।

জেএসএস সন্তু গ্রুপের নেতৃবৃন্দকে কথায় ও কাজে মিল রাখার আহ্বান জানিয়ে আট সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এতদিন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আপনাদের আন্দোলনে যাওয়ার অনেক হুঁশিয়ারী, প্রতিশ্রুতি ও শপথ বাক্য শুনেছে। কিন্তু বাস্তবে সেসব ফাঁকা আওয়াজে পর্যবসিত হয়েছে। আজ জনগণ আপনাদের কাছ থেকে আন্দোলনের ফাঁকা আওয়াজ শুনতে প্রস্তুত নয়, প্রকৃত কর্মসূচীর ঘোষণা শুনতে চায়। আশাকরি এবার আপনারা জনগণের স্বার্থে আমাদের আট সংগঠনের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে বাস্তবিক অর্থে 'আপনাদের সোজা আঙুল বাঁকা' করে আন্দোলন শুরু করবেন। আর তা না হলে আপনারা প্রতারক হিসেব চিহ্নিত হবেন।"

মহালছড়ি ও মুবাছড়ি ইউনিয়নে যুব ফোরাম কমিটি গঠিত

গত ২২ জুন খাগড়াছড়ির মহালছড়ি সদর ও মুবাছড়ি ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম কমিটি গঠন করা হয়েছে। যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমার উপস্থিতিতে মিশন চাকমাকে সভাপতি ও জয় মারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মহালছড়ি সদর ইউপি কমিটি এবং সোহাগ চাকমাকে সভাপতি ও খোকন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট মুবাছড়ি ইউপি কমিটি গঠন করা হয়।

রামগড়ে পাহাড়িদের বাগানের গাছ কেটে দিয়েছে সেটলাররা

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের বড়পিলাক এলাকার বৈরাগী পাড়া ও চেংগুলি পাড়ায় সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের ফলদ ও রাবার বাগানের ১৫০টির মতো গাছ কেটে দিয়েছে।

জানা যায় গত ১৬ জুন রবিবার রাতের কোন এক সময় সেটলার বাঙালিরা বৈরাগী পাড়ার বাসিন্দা ডা. কাসিং মারমার ব্যক্তিগত রাবার বাগানের কমপক্ষে ১০০টি গাছ কেটে দেয়। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী চেংগুলি পাড়ার বাসিন্দা চাইথোয়াই চৌধুরীর বাগানের ৫০টির মতো লিচু গাছ কেটে দেয় তারা।

বাগানের মালিক চাইথোয়াই চৌধুরী জানান, রাতের অন্ধকারে সেটলাররা আমার বাগান থেকে ৫০টির মতো লিচু গাছ কেটে দিয়েছে। এ ব্যাপারে গুইমারা থানায় এবং রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করা হয়েছে।

অপরদিকে, গত ১২ জুন বুধবার সকাল ৯-১০টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলাধীন রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের পিলাভাঙা গ্রামে অংসো মারমার (৬০) বাগান থেকে ইকবাল নামে এক সেটলার বাঁশ কেটে নিয়ে যায়।

উক্ত ৩ একর বাগানের মালিক অংসো মারমা হলেও ইকবাল পীং মৃত দুদ মিয়া নামে এক সেটলার তা দীর্ঘ দিন ধরে বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এ নিয়ে আদালতে মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং আদালত উক্ত জমিতে ১৪৪ ধারা জারির মধ্যেমে বাদী বিবাদী উভয়ের বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু সেটলাররা আদালতের উক্ত আদেশ অমান্য করে বাঁশ গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

সাজেক

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম সাজেক ইউনিয়নে এসএসসি উত্তীর্ণ ৪৭ জন ও গতবছর এইচএসসি উত্তীর্ণ ১১ জন কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)।

গত ১৪ জুন দুপুর ১২টায় সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম দোর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন শান্তিদেব চাকমা, শাক্যবোধি চাকমা, সুপন চাকমা, অতুলাল চাকমা, বিমল কান্তি চাকমা, চন্দ্রদেব চাকমা, মৈত্রী চাকমা, জ্যোতিলাল চাকমা, নিরূপা চাকমা ও সুপন চাকমা প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন রিকেল চাকমা ও তিলক চাকমা।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত কৃতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষনীয় বই প্রদান করা হয়।

লক্ষীছড়ি

"সমাজ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রসহ সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হোন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ২১ জুন শুক্রবার খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়িতে ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়েছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)। এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য প্রশাসন ও সেনাবাহিনী নানাভাবে বাধাদানের চেষ্টা চালায়। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর সকল বাধা সত্ত্বেও দুপুর সাড়ে ১২টায় লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া মাঠে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্যচিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি অংগ্য মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান প্রমুখ। আক্রুসি মারমা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে ৫ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় এলাকার নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠান শুরুতে ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

বক্তারা এলাকার শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে আরো বেশি সচেতন হওয়ার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানন।

অনুষ্ঠান শেষে কৃতি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে শিক্ষনীয় বই প্রদান করা হয়

মহালছড়ি

খাগড়াছড়িতে মহালছড়িতে উপজেলাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জেএসসি ও এসএসসি উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ৩১ মে শুক্রবার মহালছড়ি কলেজ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'যে দেশে গুণের সমাদর হয় না, সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না'- এই শ্লোগানে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা আয়োজন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহালছড়ি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লাব্রেসাই মারমা। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সোনারতন চাকমা, মৈত্রী প্রসাদ চাকমা, অলকেশ চাকমা, থুইক্যচিং মারমা, বীনা দেওয়ান, কুমেন্টু চাকমা ও মহিম চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শুরুতে কৃতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মহালছড়ি কলেজ শাখার সভাপতি তনয় চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে স্বশিক্ষিত ও জ্ঞানের ভান্ডারকে বিকশিত করতে হবে। তা না হলে আমাদের সমাজকে উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমার কাছ থেকে শুভেচ্ছাস্বরূপ বই উপহার নেন জেএসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ঋতিক্ষ চাকমা এবং এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী পল্লব চাকমা।

মহালছড়ি থানা শাখার সম্পাদক তপন চাকমা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

কাচলং শিশু সদনে অনাথ শিশুদের জন্য ইউপিডিএফ'র সহযোগিতা

পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি জনগণের সেবামূলক নানা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে কাচলং শিশু সদনের অনাথ শিশুদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে ইউপিডিএফ।

গত ৫ জুলাই কাচলং শিশু সদনের অনাথ শিশুদের জন্য ইউপিডিএফ'র পক্ষ থেকে নগদ-২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। আশ্রমের পরিচালক শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের-এর হাতে অনুদানের টাকা তুলে দেন ইউপিডিএফ'র বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশক্তি চাকমা ও বিরল চাকমা।

এ উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০টায় মগবান শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহারে শ্রীমৎ তিলোকানন্দ মহাথের'র সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন রূপকারী ইউপি চেয়ারম্যান পারদর্শী চাকমা, বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান তারসি চাকমা, কাচলং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জুয়সেন চাকমা, রূপালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রজ কুমার চাকমা, কাচলং ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক লালন বিকাশ চাকমা ও দেব প্রসাদ চাকমা, রূপকারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা ও ইউপিডিএফ'র বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক সমশক্তি চাকমা।

বক্তারা ইউপিডিএফ'র সেবামূলক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ইউপিডিএফ'র নেতৃত্বে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সফলতা কামনা করেন।

পানছড়ি ও চট্টগ্রামে লোগাং গণহত্যা দিবস পালিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১০ এপ্রিল খাগড়াছড়ির পানছড়ি ও চট্টগ্রাম নগরীতে স্মরণ সভা, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে লোগাং গণহত্যার ২১তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ির পানছড়ি কলেজ গেটের মহামুনি বৌদ্ধ বিহার মাঠে সকাল ৯টায় অস্থায়ী শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। প্রথমে শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন সুজন চাকমা ও তপন চাকমা। এরপর ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। ইউপিডিএফ'র পানছড়ি উপজেলা ইউনিটের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন পরেশ চাকমা ও মাইকেল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যথাক্রমে বরুণ চাকমা, সুমেধ চাকমা, সোহেলী চাকমা প্রমুখ পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে সকল শহীদের উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর হত্যাযজ্ঞে নিহতদের স্মরণে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি সুমেধ চাকমার সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, লোগাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ চাকমা, উল্টাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার প্রণয় চাকমা ও শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বৃষকেতু চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রূপায়ন চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিবর্তন চাকমা।

স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে লোগাং গণহত্যা সংঘটিত করা হয়েছিল। সেনা-সেটলারদের পরিকল্পিত এ হত্যাযজ্ঞে কয়েকশ পাহাড়ি হতাহত হয়। পুড়ে ছাই করে দেয়া হয় পাহাড়িদের সব ঘরবাড়ি।

বক্তারা আরো বলেন, লোগাং গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবত ডজনের অধিক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। সরকার '৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অপরাধীদের বিচার করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-সেটলার কর্তৃক সংঘটিত সকল গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড আজো ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে।

বক্তারা লোগাং গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচার ও সঠিক তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানান।

স্মরণ সভা শেষে বৌদ্ধ বিহার মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পানছড়ি বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এদিকে চট্টগ্রামেও সমাবেশ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে দিবসটি পালন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম শহীদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সম্পাদক এচিং মারমা ও শ্রমিক নেতা অর্পন চাকমা প্রমুখ।

সমাবেশ থেকে বক্তারা লোগাঙ গণহত্যায় যেসব সেনা কর্মকর্তা জড়িত ছিলো তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, লোগাঙ গণহত্যাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে এ যাবৎ যে সকল গণহত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার তার সাথে জড়িতদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো, জুম্ম জনগণের দখল করা হাজার হাজার একর জমি জুম্ম জনগণকে ফেরৎ দেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নেয়ার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসবের দুই দিন আগে সেনা-সেটলার কর্তৃক লোগাং গণহত্যা সংঘটিত হয়। এতে কয়েকশ পাহাড়ি হতাহত হয় এবং পাহাড়িদের বাড়িঘর সব পুড়ে ছাই করে দেয়া হয়।

দিঘীনালায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলায় গত ৩১ মে শুক্রবার হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটি গঠন উপলক্ষে সকাল সাড়ে ১০টায় দিঘীনালা উপজেলা সদরের মাইনী রিসোর্টে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেনাকী চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বোয়ালখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমা, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা উপজেলা ইউনিটের সংগঠক স্বপন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা থানা শাখার সভাপতি অংকেন চাকমা প্রমুখ।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডেইজী চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন এপ্তি চাকমা।

সভা শেষে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে মেনাকী চাকমাকে সভাপতি, মেমোরি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অর্জিতা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট দিঘীনালা উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সাভার বনবিহারে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার গাজীরচট এলাকায় অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় সাভার বনবিহারে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৩ জুন দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, মুখে কালো কাপড় বাধা ৬-৭ জনের একদল ডাকাত দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিহারের মূল গেটের তালার শিকল কেটে বনবিহারের ভেতর প্রবেশ করে।

পরে ডাকাত দলের সদস্যরা বনবিহারের অধ্যক্ষ ধর্মানন্দ স্থবিরের রুমে ঢুকে তাঁর চোখ ও হাত বেঁধে ফেলে। এরপর তারা বিহারের উপাসনালয়ের জন্য সংগৃহীত নগদ এক লক্ষ টাকা, ১টি ল্যাপটপ, ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ভান্তেদের (বৌদ্ধ ভিক্ষু) ব্যবহৃত লাগেজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় বাধা দিতে গেলে ডাকাতরা বিহারের সেবক অনিল চাকমাকে কিরিচ নিয়ে ধাওয়া করে। ডাকাত দলের সদস্যরা প্রায় আধা ঘন্টা পর্যন্ত তাণ্ডব চালায়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা এক বিবৃতিতে এ ডাকাতির ঘটনাকে ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে তার নিন্দা এবং অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মাটিরাঙ্গায় বিজিবি কর্তৃক ৬০ বছর বয়সী এক পাহাড়িকে আটক, পরে মুক্তি

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন গোমতি ইউনিয়নের টাকার মনি পাড়া থেকে গত ২৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাত দশটার সময় জাপান কুমার ত্রিপুরা(৬০) নামে এক পাহাড়িকে বিজিবি সদস্যরা আটকের পর মুক্তি দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, ঘটনার দিন রাত আনুমানিক দশটার সময় উপজেলার খেদাছড়া জোন থেকে একদল বিজিবি সদস্য টাকার মনি পাড়ায় অভিযান চালায়। এ সময় বিজিবি সদস্যরা পাড়ার মুরুব্বী মতিন কুমার ত্রিপুরাকে আটকের লক্ষে তার বাড়ি ঘেরাও করে। তবে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তাকে না পেয়ে বিজিবি সদস্যরা মতিন কুমার ত্রিপুরার স্ত্রী ও তার পিতা জাপান কুমার ত্রিপুরার কাছ থেকে "তোমাদের বাড়িতে অবৈধ অস্ত্র আছে কিনা? ইউপিডিএফ-এর লোকজন তোমাদের বাড়িতে আসে কিনা?...ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে। পরে বিজিবি সদস্যরা জাপান কুমার ত্রিপুরাকে আটক করে খেদাছড়া জোনে নিয়ে যায়। রাতভর জোনে আটক রেখে নানা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরদিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল শুক্রবার সকালে তাকে মুক্তি দেয়।

প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে পিসিপি'র পুনর্মিলনী

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর প্রতিষ্ঠার দুই যুগ পূর্তি উপলক্ষে গত ২১ মে খাগড়াছড়িতে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের নারাঙখিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুনর্মিলনী আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপন খীসা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর সভাপতি প্রসিত খীসা, পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাবেক পিসিপি নেতা সর্বোত্তম চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা, সাবেক্ষ্যং ইউপি চেয়ারম্যান সুপন চাকমা, দিঘীনালা/খিলাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান ও সাবেক পিসিপি নেতা অমর জীবন চাকমা, পিসিপি'র সাবেক নেতা রত্ন কুসুম চাকমা, পিসিপি'র সাবেক সভাপতি দীপংকর ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা। এছাড়া মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, সচিব চাকমা, শান্তিদেব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী কিরণ মারমা ও সমারি চাকমা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে পিসিপি'র আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন অরুণ কুমার চাকমা, জ্ঞান প্রকাশ খীসা ও স্বর্ণ জ্যোতি চাকমা সহ অনেকে।

বিভিন্ন এলাকা থেকে পিসিপি'র সাবেক ও বর্তমান নেতা-কর্মীরা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপি'র সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক অংগ্য মারমা।

অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ সভাপতি প্রসিত খীসা তার বক্তব্যে বলেন, পিসিপি'র দুই যুগের আন্দোলনে আমি একজন সাক্ষী। '৮৯ সালে যদি পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গঠিত না হতো তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অবস্থা আরো খারাপ হতো। সে সময় যদি ছাত্র জাগরণ না হতো তাহলে জেএসএস'র আন্দোলন আরো বহু আগে ভেঙ্গে যেতো। ছাত্র আন্দোলনের ফলে চাপের মুখে সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে বেদনাদায়ক উল্লেখ করে তিনি বলেন, সব জাতির জন্য ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত খুবই বেদনাদায়ক। বর্তমানে আমরা এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের বেদনাদায়ক সময় অতিক্রম করছি।

তিনি বলেন, নতুন প্রজন্ম যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, পুরাতন সহযোদ্ধারা যদি উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় তাহলে আমরা আরো উদ্দীপ্ত হই। যারা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রয়েছেন তারাও বিভিন্নভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তিনি শহীদ সহযোদ্ধাদের স্মরণ করে বলেন, আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য আমাদের মন ব্যথিত হয়, কিন্তু আমরা ভেঙে পড়ি না। বিপ্লবীরা ভেঙে পড়ার জন্য ব্যথিত হয় না। পিসিপি'র ২ যুগের আন্দোলনে অনেক সহযোদ্ধা বীরত্বপূর্ণভাবে শহীদ হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারলে শহীদদের আত্মবলিদান সফল হবে।

তিনি পিসিপি'র নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, টাকা দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। নিজের মধ্যেই যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। ফাঁকি দিয়ে আন্দোলন সফল হয় না। আন্দোলন সফল করার জন্য প্রয়োজন আত্মবলিদান, একাগ্রতা ও কঠোর দেশপ্রেম। আগামী দিনে আন্দোলন জোরদার করার জন্য পিসিপিকে আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে। পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে।

সর্বোত্তম চাকমা বলেন, আমরা যখন পিসিপি'র আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। জেএসএস'র মদদে ছাত্র নামধারী দুই নাম্বারীরা নানাভাবে আমাদের বাধাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে আমরা কাজ করেছি। তিনি বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতে গিয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথাও স্মরণ করেন।

সোনা রতন চাকমা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যতদিন পর্যন্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে না, ততদিন পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। তাই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, অনির্বাচিত জেলা পরিষদের কারণে জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসন চলছে চরম অব্যবস্থাপনার মধ্যে। এর বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিপ্লবী সংগীত সহ গণজাগরণমূলক গান, নাচ ও নাটিকা প্রদর্শন করা হয়। দিঘীনালা ও খাগড়াছড়ির শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

মাটিরাঙ্গায় সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্তৃক ডিওয়াইএফ নেতা পঞ্চসেন ত্রিপুরাকে গুলি করে হত্যা

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম(ডিওয়াইএফ) নেতা পঞ্চসেন ত্রিপুরাকে (২৩) গুলি করে হত্যা করেছে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা। গত ১৭ মে শুক্রবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত পঞ্চসেন ত্রিপুরা মাটিরাঙ্গা উপজেলার বেলছড়ি ইউনিয়নের শুকরঞ্জন হেডম্যান পাড়ার পুষ্পসেন ত্রিপুরার ছেলে। তিনি গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

ঘটনার দিন পঞ্চসেন ত্রিপুরা পরিবার পরিজন নিয়ে নিজ বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। রাত আনুমানিক ২টার দিকে সন্তু লারমার ভাড়াটে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাঁর বাড়িতে ঢুকে তাঁকে গুলি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। সন্ত্রাসীরা তাঁর বুকের ওপর গুলি চালিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নতুন কুমার চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা ইউপিডিএফ-কে নির্মূল করার প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়ার পর তার নির্দেশে যুব নেতা পঞ্চসেন ত্রিপুরাকে খুন করা হয়েছে। এভাবে রাতের আঁধারে ঘরে ঢুকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করা কেবল অমানবিকই নয়, এধরনের ঘটনা রীতিমত যুদ্ধাপরাধের সামিল।

বিবৃতিতে তাঁরা আরো বলেন, পাহাড়ের এক যুগের অধিককাল ধরে চলা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত সন্তু লারমার একগুয়েমী ও অসহযোগীতার কারণে বন্ধ করা যাচ্ছে না। তিনি সরকার ও সেনাবহিনীর প্রত্যক্ষ সমর্থনে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদটির বিনিময়ে এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছেন বলেও অভিযোগ করেন নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানান। একই সাথে নেতৃবৃন্দ ভ্রাতৃহত্যার জন্মদাতা আঞ্চলিক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য সন্তু লারমার প্রতিও আহ্বান জানান।

এদিকে, এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

পানছড়িতে সন্ত্র বাহিনীর হামলায়

শেষ পাতার পর

নিহত সমীরণ চাকমা ধুবনাশ পাড়ার শীলধন চাকমার ছেলে এবং শ্যামল চাকমা বড়কলক গ্রামের জীতেন্দ্রীয় চাকমার ছেলে। জার্মান চাকমার বাড়ি খাগড়াছড়ির শিবমন্দির এলাকার জোরমরম গ্রামে। তার পিতার নাম কৃষ্ণ রাম চাকমা।

ঘটনার দিন সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সন্ত্র বাহিনীর ৭ জনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ পুজগাঙ বাজারের একটি দোকান থেকে সমীরণ চাকমা ও শ্যামল চাকমাকে ধরে নিয়ে যায়। পরে সন্ত্রাসীরা যুগেশ্বর পাড়ার শনটিলা রাস্তায় সমীরণ চাকমাকে চোখ উপড়ে ফেলে, দা দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলে রেখে শ্যামল চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় সমীরণ চাকমা ও শ্যামল চাকমা পুজগাঙ বাজারের ঐ দোকানে গিয়েছিলেন। সন্ত্রাসীরা আগে থেকে তাদের জন্য ওঁৎ পেতেছিল।

একই সময় সন্ত্রাসীরা

জার্মান চাকমার ওপর ব্রাশ ফায়ার করলে তিনি গুরুতর আহত হন। তার মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সমীরণ চাকমা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক এবং পানছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পরে তিনি ইউপিডিএফের সাথে যুক্ত হন এবং ঘটনার আগ পর্যন্ত ইউপিডিএফের পানছড়ি ইউনিটের পুজগাঙ এলাকায় সংগঠক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে ইউপিডিএফের উপর সন্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র হামলাকে জঘন্য ও কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা জানান। তিনি অবিলম্বে সমীরণ চাকমা ও জার্মান চাকমার হত্যাকারীদের গ্রেফতার পূর্বক শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়ে বলেন, 'সরকার ও সেনাবাহিনী এ হামলার দায় এড়াতে পারে না। কারণ জাতীয় বেঈমান সন্ত্র লারমা সরকার ও সেনাবাহিনীর আশ্রয় প্রশ্রয় পায় বলেই চুক্তির পর থেকে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে নিরীহ লোকজনকে খুন করতে সক্ষম হচ্ছে। এ পর্যন্ত তার জল্লাদ বাহিনীর হাতে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এম এন লারমা গ্রুপের কয়েক শ' নেতাকর্মী খুন হয়েছেন।'

তিনি খুনী সন্ত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'সন্ত্র চক্র আজ জুম্ম জনগণের এক নম্বর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সরকার তাকে দিয়েই পাহাড়ি জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে। তাই চুক্তির আগে সেনাবাহিনী যা করেছে, সন্ত্র বাহিনী বর্তমানে তাই করে চলেছে। কিন্তু জনগণের সংগঠিত প্রতিরোধের কাছে সকল অপশক্তি পরাজিত হতে বাধ্য।'

নাগরিক কমিটির ভ্রাতৃঘাতি

৯ম পাতার পর

চিহ্নিত করে সেই ভিত্তিতে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে ইউপিডিএফ নেতা নাগরিক কমিটিকে পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'আসল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে না পারলে তার সমাধান আশা করা যায় না। যে দল বা নেতা সংঘাত বন্ধ করতে চায় না সে দল বা নেতার উপর সকল ধরনের চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তা না হলে কখনোই সংঘাত বন্ধ হবে না।'

ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ আন্তরিকভাবে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা কখনোই এই সংঘাত চাইনি এবং এখনো চাই না, কারণ এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে ইউপিডিএফসহ সাধারণ জনগণের ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ বা স্বার্থ নেই।'

মানিকছড়িতে 'মেঘ কোম্পানীর' নামে পাহাড়িদের জায়গা বেদখলের চেষ্টা চলছে

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার ২০৮ নং মানিকছড়ি মৌজার ছোট কালাপানি এবং দোজরি পাড়ায় মেঘ কোম্পানীর নামে পাহাড়িদের ৩০০ একর জায়গা বেদখলের প্রক্রিয়া চলছে। গত ১ জুলাই থেকে সেখানে ঐ কোম্পানীর নিয়োগ করা কিছু সেটলার উক্ত জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু করেছে।

জানা যায়, উক্ত জায়গাটি পাহাড়িরা দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করে আসছে এবং ঐ জায়গায় পাহাড়িদের বাঁশ বাগান, সেগুন বাগান, কলা, আম ও কাঁঠাল বাগান সহ বিভিন্ন বাগান-বাগিচা রয়েছে। উক্ত জায়গাটি ভোগদখলকারী পাহাড়িদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, শুভধর চাকমা(৩২) পিতা- দিবর চান চাকমা, তার জায়গার পরিমাণ আনুমানিক ২ একর, মেরেয়া চাকমা(৪০) পিতা এরেকাজি চাকমা, তার জায়গার পরিমাণ আনুমানিক ৪ একর, কান্দারা চাকমা (৩৫) পিতা- ধাকধাদি চাকমা, তার জায়গার পরিমাণ ১ একর, বেগেনা চাকমা(৩৫) পিতা-অজ্ঞা, জায়গার পরিমাণ ৪ একর, সুভাষ চাকমা(৩০) পিতা কৃষ্ণ কুমার চাকমা, জায়গার পরিমাণ ৪ একর, মা'চু চাকমা(২৬) পিতা মৃত শুক্রসেন চাকমা, জায়গার পরিমাণ ১ একর, রবিশণী চাকমা(৪২) পিতা মৃত কানক্যা চাকমা, জায়গার পরিমাণ ৩ একর, নকুল চাকমা(৩০) পিতা মৃত কানক্যা চাকমা, জায়গার পরিমাণ আনুমানিক ২ একর।

ইতিমধ্যে মানিকছড়ি উপজেলায় বিভিন্ন কোম্পানী, সংস্থা ও ব্যক্তির নামে পাহাড়িদের হাজার হাজার একর জায়গা বেদখল হয়ে গেছে। মেঘ কোম্পানী কর্তৃক আবারো জায়গা বেদখল চেষ্টার ফলে ঐ এলাকার পাহাড়িরা উদ্বেগ আতঙ্কে রয়েছেন। তারা অবিলম্বে এ বেদখল প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

খাগড়াছড়ি শহরে পাহাড়িদের উপর সেটলারদের সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা

সেটলার বাঙালিদের কথিত সমঅধিকার আন্দোলন ও বাঙালি ছাত্র পরিষদ সহ কয়েকটি সংগঠনের ডাকা সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে গত ২ জুন রবিবার সকালে সেটলাররা পরিকল্পিতভাবে পাহাড়িদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা চালায়।

ঘটনার দিন সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হরতাল সমর্থক পিকেটাররা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও উস্কানিমূলকভাবে জেলা সদরের পাহাড়ি অধ্যুষিত নারাঙ্খিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এলাকায় পাহাড়ি অটো রিক্সা(টমটম) চালকদের উপর হামলা চালায় ও গাড়ি ভাঙচুর করতে থাকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে স্থানীয় পাহাড়ি ছেলেরা এতে বাধা প্রদান করলে বাঙালি ছেলেরা পাহাড়ি ছেলেদের উপর হামলা করতে উদ্যত হয় এবং তাদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে উভয়ের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর উপজেলার কাছাকাছি সবুজবাগ নামক এলাকার দিক থেকে শতশত বহিরাগত বাঙালি পরিকল্পিতভাবে লাঠিসোটা নিয়ে পাহাড়িদের এলাকায় প্রবেশের চেষ্টা চালায়। এসময় পাহাড়িরাও নিজেদের এলাকায় সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে উভয় পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় পাহাড়িরা পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য এগিয়ে গেলে বাঙালিরা তাদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এতে কমপক্ষে ৫জন পাহাড়ি আহত হয়। আহতদের মধ্যে মনতোষ চাকমার মাথা ফেটে যায় এবং সুবল স্মৃতি চাকমা কানে প্রচণ্ড আঘাত পান। এছাড়া আরো অনেকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের

১ম পাতার পর

দক্ষিণ খবংপুজ্জে এলাকার দিকে যায় এবং এলাকার সাধারণ নারী-পুরুষকে লক্ষ্য করে রাবার বুলেট, টিয়ার শেল নিক্ষেপ ও গুলি চালায়। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের উস্কানীতেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করছেন।

সেটলার কর্তৃক ৫ জন পাহাড়িকে মারধর:

অবরোধের দিন বিকালের দিকে খাগড়াছড়ি শহরের কল্যাণপুর থেকে সেটলার বাঙালিরা দক্ষিণ পানখাইয়া পাড়ার(নিউজিল্যান্ড) দিটন চাকমার ছেলে নীতিশ চাকমা(১৮) নামে এক ছাত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করার পর পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। নীতিশ চাকমা এ সময় কল্যাণপুরে রাস্তার উপর দাড়িয়েছিলেন। পরে কয়েকজন সেটলার যুবক এসে তার বিরুদ্ধে অটোরিক্সা ভাংচুরের অভিযোগ তুলে তাকে ধরে নিয়ে বেদম মারধর করার পর পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। পরে সন্ধ্যায় তাকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অন্যদিকে, জেলার রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের বড়পিলাক বাজারে ৪জন পাহাড়ি সেটলার কর্তৃক মারধরের শিকার হন। মারধরের শিকার ব্যক্তিরা হলেন, চৈকর্মা পাড়ার অংথোয়াই মারমা ছেলে বাবু মার্মা (১৮), মমং মারমার ছেলে ক্যজচাই মারমা(২২) এবং সাচি মারমার ছেলে আক্ক মারমা(২২) ও মংসানু মারমা(২৫)।

পাতাছড়া বনবিহার থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বড়পিলাক বাজারে সেটলাররা তাদেরকে আটকিয়ে বেদম মারধর করে। অবরোধ চলাকালে সিদ্দিক নামে এক মোটর সাইকেল চালককে মারধরের অভিযোগ করে সেটলাররা এ ঘটনা ঘটায়। পরে খবর পেয়ে সিন্দুকছড়ি জোনের টহলরত সেনা সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় বলে জানা যায়।

যুব ফোরামের বিবৃতি:

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা এক বিবৃতিতে অভিযোগ করে বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ চলাকালীন পুলিশ বিনা কারণে সংগঠনের নেতা কর্মী ও সাধারণ জনগণের উপর হামলা চালিয়েছে। প্রশাসন সেটলারদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তিনি এই পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণভাবে সরকার ও প্রশাসনকে দায়ী করে এ হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং হামলকারী পুলিশ সদস্যেদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেন।

তিনি আরো বলেন, সড়ক ও নৌপথ অবরোধের কারণে সৃষ্ট জনদুর্ভোগের জন্য সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের ভোটে নির্বাচিত তিন সাংসদকেই দায় নিতে হবে। সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের উপর জোর পূর্বক বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে না দিলে এবং এই বিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন এমপি সমর্থন না দিলে এই জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হতো না।

তিনি বলেন, প্রশাসন ও সরকারের শত প্ররোচনা ও উস্কানী সত্ত্বেও সাধারণ জনগণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে আপাতত কোন বৃহৎ কর্মসূচী ঘোষণা দেয়া হচ্ছে না। তবে সরকার যদি তার কোন অবস্থান পরিবর্তন না করে তাহলে ভবিষ্যতে যে কোন সময়? আরো কঠোর ও কঠিন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

বিবৃতিতে তিনি সকাল-সন্ধ্যা সড়ক ও নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি সফল করায় সকল যান মালিক মালিক সমিতি, শ্রমিক সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়া পার্বত্য জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে অবরোধকে সমর্থন ও সফল করার জন্য সহযোগিতা করায় তিনি সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগামী দিনে লড়াই সংগ্রামে ঠিক এমনিভাবে সংগঠনের কর্মসূচিকে জনগণ সমর্থন ও স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিকে, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান এক যুক্ত বিবৃতিতে পুলিশের হামলাকে 'বর্বরোচিত ও ন্যাক্কারজনক' আখ্যায়িত করে ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

বাঘাইছড়িতে পিসিপি, ডিওয়াইএফ ও এইচডব্লিউএফ'র নতুন কমিটি গঠিত

'মাতৃসংঘ' নামে একটি নতুন সংগঠনের নাম ঘোষণা

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র, যুব ও নারী সমাবেশের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম(ডিওয়াইএফ), বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখাসমূহের নতুন কমিটিও গঠন করা হয়েছে। একই দিন 'মাতৃসংঘ নামে' একটি নতুন সংগঠন গঠন করা হয়। গত ২৬ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ১০টায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি চিক্কেধন চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রসেন চাকমা, রূপকারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পারুদশী চাকমা, মারিশ্যা ইউপি চেয়ারম্যান তপুমনি চাকমা, বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান তারুচি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি বরুণ বিকাশ চাকমা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা কমিটির সভাপতি পঞ্চসেন ত্রিপুরা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক জ্যোতির্ময় চাকমা ও উপস্থাপনা করেন অন্তর চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের সংখ্যালঘু জাতির অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র, যুব ও নারী সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

সমাবেশ শেষে পৃথক পৃথক ভাবে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া মাতৃসংঘ নামে একটি নতুন সংগঠনও গঠন করা হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার ২৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করেন ও কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা। কমিটিতে চিক্কেধন চাকমাকে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে জ্যোতির্ময় চাকমা ও বিমল চাকমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করেন ও কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রসেন চাকমা। কমিটিতে নিউটন চাকমাকে সভাপতি, দিবাস চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সোহেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন ও কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা। কমিটিতে লেলিকা চাকমাকে সভাপতি, নাগরি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সোহেলী চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

মাতৃসংঘ নামে গঠিত নতুন সংগঠনের নাম ঘোষণা করেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর বাঘাইছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক সমশান্তি চাকমা। বাঘাইছড়ি উপজেলা ভিত্তিক গঠিত এ সংগঠনে মুক্তসোনা চাকমাকে সভাপতি, রিপনা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সোনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

সমাবেশে উপস্থিত সকলে ঘোষিত কমিটি সমূহকে জোর করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানান।

বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি

শেষ পাতার পর

বক্তারা পুলিশ সুপারকে দিয়ে কল্পনা অপহরণ ঘটনা তদন্তে আদালতের দেয়া আদেশ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এটা সরকারের প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির মাধ্যমেই আমরা কল্পনার সঠিক সন্ধান জানতে চাই।

বক্তারা তালবাহানা না করে অবিলম্বে কল্পনা চাকমা'র চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও তার দোসরদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাপলা চত্বরে এসে শেষ হয়।

এদিকে, কল্পনা চাকমা'র চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস'কে গ্রেফতার ও এসপি কর্তৃক কল্পনা অপহরণ তদন্ত প্রত্যাখ্যান করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। সকাল সাড়ে দশটায় উপজেলা মাঠ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চেঙ্গীস্কোয়ার হয়ে শাপলা চত্বরের দিকে যেতে চাইলে মহাজনপাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে পুলিশ বাঁধা দেয়। পুলিশি বাঁধার কারণে মিছিলটি সেখান থেকে ফিরে চেঙ্গী স্কোয়ারে এসে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি উমেশ চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামে'র সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্য সিং মারমা, পিসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এমএন লারমা পিসিপি'র সাধারণ সম্পাদক অমর সিং চাকমা। সমাবেশ পরিচালনা করেন পিসিপি নেতা অংকেন চাকমা।

সমাবেশে মাইকেল চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৭ বছর পরও সরকার দোষীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এভাবে দোষীরা গ্রেফতার ও শাস্তি না পাওয়াতে পাহাড়ে একের পর এক পাহাড়ি নারী ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে।

তিনি সম্প্রতি ভূমি কমিশন আইন সংশোধনী ও বহিরাগত বাঙালিদের ৭২ ঘন্টা হরতালকে সমালোচনা করে বলেন, পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইন ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে কমিশন আইন শতবার সংশোধনী আনা হলেও এই কমিশনকে দিয়ে ভূমি সমস্যা সমাধান করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনীর পর সেটলার বাঙালিদের একটি অংশকে উস্কে দিয়ে সেনাবাহিনীর একটি অংশ এবং সরকার ও বিরোধীদলের উগ্রসাম্প্রদায়িক অংশটি পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করা চক্রান্ত চালাচ্ছে। পাহাড়ের সকল সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক উস্কানীতে কান না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

পিসিপির সভাপতি থুইক্য সিং মারমা বলেন, কল্পনা চাকমাকে নির্বাচনের সাত ঘন্টা আগে কজইছড়ি ক্যাম্পের অধিনায়ক লে. ফেরদৌসে নেতৃত্বে এক দল সেনা ও ভিডিপি সদস্য কর্তৃক লাল্যাঘোনার নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। এই ঘটনা চাক্ষুষ স্বাক্ষী কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা। কিন্তু অপহরণকারীরা চিহ্নিত হলেও সরকার ১৭ বছর ধরে এখনো কাউকে গ্রেফতার করেনি। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হলেও তদন্তকারী কর্মকর্তারা কোন কূল কিনারা বাহির করতে পারেননি।

তিনি বলেন সরকার এত তালবাহানা না করে চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস'কে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে আসল ঘটনা জানা যাবে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনাবাহিনীর কুকীর্তি আড়াল করার উদ্দেশ্যে লে. ফেরদৌসকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এছাড়াও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে ১২ জুন বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টায় জামাল খানস্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংগঠক বকুল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য এপি মং মারমা, বন্দর থানা শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা, সদস্য শুভ চাক, শ্রমিক নেতা অর্পন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা।

বক্তারা বলেন, গত ১৭ বছরে প্রত্যেক সরকার মরিয়া হয়ে কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের রক্ষা করেছে। তদন্তের নামে প্রহসন করা হয়েছে। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণসহ নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গেছে।

মাত্র কয়েকজন অপরাধীকে রক্ষা করতে গিয়ে সেনাবাহিনী নামক গোটা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও আজ প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে আলোচকবৃন্দ আরো বলেন, ঘটনার সময় অপহরণকারী লে: ফেরদৌসসহ কয়েকজনকে চেনা গেছে বলে অভিযোগ করার পরও তাঁদের বক্তব্য আমলে নেয়া হয়নি। নেতৃবৃন্দ তদন্তের নামে তালবাহানা না করে ন্যায়বিচারের স্বার্থে অবিলম্বে অপহরণকারীদের গ্রেফতার পূর্বক যথাযথ শাস্তি বিধানের দাবি জানান।

ঢাকায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী

কল্পনা চাকমার অপহরণ বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার দৃক গ্যালারিতে "কল্পনা চাকমার সন্ধানে একটি আলোকচিত্র-ফরেনসিক স্টাডি" শীর্ষক" এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গত ১২ জুন সন্ধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী তার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা।

কল্পনা চাকমার জামা, চুলের ফিতা, জুতো, ডায়েরি, চিঠি, রাতে ঘুমোবার সময় ব্যবহার করা মশারির ছবি, রাতের অন্ধকারে যে পথ দিয়ে কল্পনা চাকমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সেই পথের ধারের গাছ, কুয়োটিও ফরেনসিক স্টাডির অংশ হয়েছে। ডায়েরির পাতাগুলো থেকে কিছু শব্দ আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রদর্শনীতে। নারী, স্বায়ত্তশাসন, সেনা ইত্যাদি শব্দ যেন অনেক কথা বলে দিয়ে যায়। চিত্র বয়ানের উপাত্ত পাওয়ার জন্য আলোকচিত্রী আলো, ফিল্টার ও লেন্স ব্যবহার করে দৃশ্য খণ্ডগুলো নিষ্কর্ষণ করেছেন। ছবিগুলো আলো-ছায়ার মাধ্যমে তা-ই বলে যায়, যা অপহরণের নীরব সাক্ষীরা উচ্চারণ করতে চেয়েছিল। গত ২১ জুন এ প্রদর্শনী শেষ হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্র সাংবাদিক শহীদুল আলম ও পিএইচডি গবেষক সায়দিয়া গুলরুখ মৌখিক ইতিহাস, আলোকচিত্র ও ফরেনসিক গবেষণা পদ্ধতির সাহায্যে সেই অভিশপ্ত রাতের কতগুলো দৃশ্য আঁকার চেষ্টা করেছেন যে দৃশ্যগুলো গত সতের বছর ধরে বিভিন্ন সরকারের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নীরবতা পালনের মাধ্যমে অদৃশ্য করে রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনীর অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন কল্পনা চাকমা। তাই, ১২ জুন, ১৯৯৬ আনুমানিক রাত একটার দিকে অস্ত্রের মুখে তাকে অপহরণ করা হয়। এই অপরাধের মূল অভিযুক্ত, লেফটেনেন্ট ফেরদৌসকে পুলিশ কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। রহস্যজনকভাবে, সামরিক বাহিনীর কাছেও অভিযুক্ত সেনাসদস্যের কোনও রেকর্ড নেই।

পিসিপি'র ২০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্পন্ন

পিসিপি'র নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ শপথ বাক্য পাঠ করছেন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর দু'দিন ব্যাপী ২০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গত ২৩ মে বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদরের নারাঙহিয়াস্থ সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ২২ মে বুধবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হওয়া এ কাউন্সিল অধিবেশন ২৩ মে বৃহস্পতিবার বিকালে শেষ হয়। কাউন্সিলে থুইক্যচিং মারমা সভাপতি ও বিলাস চাকমা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দু'দিন ব্যাপী কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি'র বিদায়ী কমিটির সভাপতি সুমেন চাকমা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) সভাপতি প্রসিত খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পার্বত্য নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান প্রমুখ।

কাউন্সিলে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শাখা কমিটির প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ ও এর উপর বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা। এছাড়া বিভিন্ন শাখা থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাদের নিজ নিজ এলাকার সাংগঠনিক রিপোর্ট ও এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে থুইক্যচিং মারমাকে সভাপতি, বিলাস চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও শিমন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। হাউজে উপস্থিত সকলে তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে নতুন কমিটিকে স্বাগত জানান। বিদায়ী সভাপতি সুমেন চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ আগামী দিনের লড়াই-সংগ্রাম জোরদার করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এরপর নতুন কমিটির সভাপতি থুইক্যচিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য মি. সচিব চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পিসিপি'র বিদায়ী কমিটির সভাপতি সুমেন চাকমা প্রমুখ।

সন্তু গ্রুপের হামলা, অপহরণ

শেষ পাতার পর

লোগাং ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা বলেন, ২০ মে পিসিপির সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের গাড়িবহরে হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের কারণে আমরা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এই সংঘাত অবশ্যই বন্ধ করা দরকার।

তিনি আরো বলেন, আমরা অনেক আশা নিয়ে শান্তিবাহিনীর আন্দোলনের সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলাম। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শত শত যুবক যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা অধিকার পাইনি।

তিনি বলেন, স্বৈরশাসকের মতো যারা ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে তারা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে না। ক্ষমতার পালাবদল প্রয়োজন রয়েছে। সন্তু লারমা দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। এখন দরকার সম্মানজনকভাবে সরে দাঁড়ানো। তিনি আলোচনার মাধ্যমে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানান।

চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমা বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক হলে সত্য যে, আমরা যে সময় ক্ষেতে-খামারে কাজ করার কথা এ সময়ে এসে আমরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের জন্য প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে সমাবেশ করতে বাধ্য হচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা আশা করেছিলাম চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ে আর রক্ত ঝরবে না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা আমাদের ভাইয়ের বুকে গুলি চালাচ্ছি। সাধারণ জনগণ আর এই সংঘাত চায় না।

তিনি বলেন, আমাদের সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা দরকার। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার দরকার। কিন্তু সে অধিকার আমাদের নেই। প্রতিনিয়ত মানুষ গুলিতে মারা যাচ্ছে, হতাহত হচ্ছে। অচিরেই এ অবস্থার অবসান হওয়া জরুরী।

তিনি অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

ইউপিডিএফ নেতা অংগ্য মারমা বলেন, আমাদের সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলা করে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সেদিন যাদেরকে অপহরণ করা হয়েছিল এলাকাবাসী দৃঢ়তা দেখানোর ফলে সন্তু গ্রুপের দুর্বৃত্তরা তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তকরণ প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করা হচ্ছে। একদিন কড়ায় গন্ডায় এর হিসাব দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, সরকার ভূমি কমিশনকে দিয়ে পাহাড়িদের ভূমি কেড়ে নেয়ার চক্রান্ত করছে। সেনাবাহিনীর মদদে সেটলার বাঙালিরা হরতাল পালন করছে। তিনি সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার

শেষ পাতার পর

রাখতে হবে। দালাল, ফ্যাসিবাদী সরকার তথা শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের সবাইকে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে।

তিনি বলেন, নারীদেরকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আরো বেশি সোচ্চার হতে হবে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা বলেন, নারী-পুরুষের যৌথ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যতিত নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরালো করা সম্ভব নয়। নারীরা যদি সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে না পারে তাহলে আমাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন জোরদার হবে না।

পার্বত্য নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা বলেন, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সামাজিকভাবেও নারীরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদেরকে অবদান রাখতে হবে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে নারীরা আজ চরম অনিরাপদে রয়েছে। নারী ধর্ষণ, নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজ নারীদের সঠিকভাবে নিরাপত্তা দিতে পারছে না। তাই নারীদের নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরকেই গড়ে তুলতে হবে।

কণিকা দেওয়ান বলেন, গঠনের পর থেকে শাসকশ্রেণীর চোখ রাঙানি ও নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও মার্কা বিভিন্ন নারী সংগঠন নারীদের নিয়ে ব্যবসা করছে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

তিনি কল্পনা চাকমার চিন্তা-চেতনাকে ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করার জন্য ইউপিডিএফ'র নেতৃত্বাধীন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বিলাস চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্যেও আমাদের আন্দোলন থেমে নেই। সমাজ, জাতি ও সংস্কৃতিকে টিকে রাখার জন্য আমাদের নারী-পুরুষ সবাইকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

এরপর দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন শাখা থেকে আগত প্রতিনিধিদের বক্তব্য শেষে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট খাগড়াছড়ি জেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। হাউজে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে মিত্র চাকমাকে সভাপতি, শিখা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রিনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী সভাপতি মাত্রী চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ঠিকাদার সমিতি ভবনে সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালটি নারাঙহিয়া, উপজেলা ও চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে গিয়ে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের সময় বাঙালি জাতীয়তার পক্ষে অবস্থান নেয়ায় খাগড়াছড়ি, গুইমারা এবং রাঙামাটির কুদুকছড়িতে পার্বত্য তিন এমপি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, দীপংকর তালুকদার ও বীরবাহাদুরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। ছবি: জাতীয় ডাক

তিন দফা দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বিক্ষোভ

পার্বত্য তিন এমপি'র কুশপুত্তলিকা দাহ

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, রাংগামাটিতে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষনার নামে অবৈধ ভূমি বেদখল প্রক্রিয়া বন্ধ ও রামগড়ে ম্রাছিড়া গ্র কার্বারী পাড়া থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র বন্ধের দাবীতে গত ২৯ জুন খাগড়াছড়ি সদর, গুইমারা, রাঙামাটির কুদুকছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিলও সমাবেশ করেছে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম। এসব সমাবেশে তিন পার্বত্য এমপি'র কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরে সকাল ১০ টায় স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার কল্যাণ সমিতি ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে চেঙ্গীস্কোয়ারে সামনে থাকা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সামনে অগ্রসর হয়ে শাপলা চত্বরের দিকে যেতে চাইলে মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে আবারো পুলিশ মিছিল কারীদের বাঁধা প্রদান করে। পুলিশি বাঁধার কারণে সেখান থেকে ঘুরে চেঙ্গী স্কোয়ারে সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ৯ম পাতায় দেখুন

কল্পনা চাকমা অপহণের ১৭তম বার্ষিকী পালিত

বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি

বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে কুদুকছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ

গত ১২ জুন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৭তম বার্ষিকী। এ উপলক্ষে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন সহ বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করেছে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ, আলোচনা সভা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি।

কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে ১২ জুন সকাল সাড়ে ৯টায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙামাটি জেলার কুদুকছড়িতে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঘিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি শান্তি প্রভা চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘ এর সদস্য কাজলী ত্রিপুরা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রিনা চাকমা।

বক্তারা কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনা তদন্তে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন এবং চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও তার দোসরদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল কুদুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে।

কল্পনা চাকমার নিজ উপজেলা বাঘাইছড়িতেও বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১১টায় বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদ মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি লিলিকা চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি নিউটন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা কমিটির সহ সভাপতি অজল চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা মাতৃসংঘের সভাপতি মুক্তসোনা চাকমা ও সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিলাল চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৭ বছর অতিবাহিত হলে চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে সরকার এখনো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু অপহরণকারীদের রক্ষা করতে সরকার ও প্রশাসন তদন্তের নামে নানা তালবাহানা করে যাচ্ছে। ১১ পাতায় দেখুন

পানছড়িতে সন্ত্র বাহিনীর হামলায় ইউপিডিএফ সদস্য সহ দু'জন নিহত

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার পুজগাঙে খুনী সন্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র হামলায় ইউপিডিএফ সদস্য সমীরণ চাকমা ও জেএসএস এমএন লারমা দলের সদস্য পুর্ণ কুমার চাকমা ওরফে জার্মান (৪৫) নিহত হয়েছেন। এছাড়া সন্ত্রাসীরা ঘটনাস্থল থেকে সুপ্রিয় চাকমা ওরফে শ্যামল নামে অপর একজনকে অপহরণ করে। অবশ্য পরে শ্যামল চাকমা সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। গত ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টায় এ ঘটনা ঘটে।

সন্ত্রাসীদের হামলায় সমীরণ চাকমা ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপরদিকে পূর্ণ কুমার চাকমাকে আহত অবস্থায় খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ১০ম পাতায় দেখুন

সন্তু গ্রুপের হামলা, অপহরণ ও হয়রানির প্রতিবাদে ধুধুকছড়ায় ছাত্র-গণসমাবেশ

ছাত্র-গণসমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

গত ২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২ যুগ পূর্তি সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের গাড়ি বহরে সন্ত্র গ্রুপের দুর্বৃত্তদের নির্বিচারে স্কুল ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ, ২জনকে জখম, ছাত্রীদের মারধর-লাঞ্ছনা এবং ৪০ জনকে অপহরণ ও হয়রানির প্রতিবাদে গত ৭ জুন শুক্রবার সকাল ১০টায় পানছড়ি উপজেলার ধুধুকছড়ায় ছাত্র- গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

'দুর্বৃত্তদের উৎপাত বন্ধে এগিয়ে আসুন, গড়ে তুলুন গণপ্রতিরোধ' এই শ্লোগানে লোগাং ইউনিয়নের সর্বস্তরের ছাত্র জনতার ব্যানারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ধুধুকছড়া গ্রামের কার্বারী পূর্ণজীবন চাকমা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, ১নং লোগাং ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা, ২নং চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমা, ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক অংগ্য মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি থুইক্যাচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মন্ত্রী চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি উপজেলা কমিটির সভাপতি বরুণ চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পানছড়ি থানা শাখার সভাপতি সুমেধ চাকমা।

সমাবেশ শুরুতে সন্ত্র গ্রুপের দুর্বৃত্তদের কর্তৃক হামলা শিকার ব্যক্তিদের নাম ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে পড়ে শোনানো হয়।

সমাবেশে পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা বলেন, আমরা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চাই না। এ বিষয়ে আমরা জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদের পক্ষ থেকে জনসংহতি সমিতির প্রধান সন্ত্র লারমাকে একটি চিঠি দিয়েছিলাম।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন অচিরেই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করা। এ সংঘাত বন্ধ হলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলন জোরদার হবে। তিনি আরো বলেন, পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনীতে সরকার আমাদেরকে বাঙালি বানিয়েছে। এর বিরুদ্ধেও আন্দোলন করতে হবে।

তিনি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। ১১ পাতায় দেখুন

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার ১০ম কাউন্সিল সম্পন্ন

১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত

"নারীর উপর যৌন নিপীড়নসহ সকল ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠুন নারী সমাজ" এই শ্লোগানে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার ১০ম কাউন্সিল গত ২৬ জুন বুধবার সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকাদার সমিতি ভবনের হলরুমে সম্পন্ন হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার বিদায়ী সভাপতি মন্ত্রী চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, পার্বত্য নারী সংঘের সভাপতি সোনালী চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিলাস চাকমা। কাউন্সিল অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা ও পরিচালনা করেন মিত্র চাকমা।

অধিবেশন শুরুতে শহীদদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক রিনা চাকমা। এ সময় শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে ইউপিডিএফ'র খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা তার বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারীদেরকে আরো বেশি জোরালো ভূমিকা ১১ পাতায় দেখুন